RNI No. 71057/96

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বর্ষ: ২৯, ৩৪ সংখ্যা: কোচবিহার, শুক্রবার, ২৬ এপ্রিল - ৯ মে, ২০২৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮

Vol: 29, Issue: 34, Cooch Behar, Friday, 26 April - 9 May, 2024, Pages: 8, **Rs. 3**

১৯ এপ্রিল লোকসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোট হয়। সেই তালিকায় ছিল কোচবিহার। দিনভর কি হল কোচবিহারে? খোঁজ নিলেন আমাদের প্রতিনিধিরা।

ভোট শুরুর আগের রাতে হামলার অভিযোগ

ভোট শুরুর আগের রাতের বুথে বুথে তৃণমূলের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ তুলল বিজেপি। ১৯ এপ্রিল শুক্রবার সকালে ওই অভিযোগ করেন কোচবিহার জেলা বিজেপির মিডিয়া ইনচার্জ শুভাশিস চৌধুরী। তিনি অভিযোগ করেন, নাটাবাড়ি, পানিশালা, দেওচড়াই, বলরামপুরের একাধিক বুথে বিজেপি কর্মীদের উপরে হামলা চালায় তৃণমূল। পোলিং এজেন্ট যাতে কেউ না থাকে সে বিষয়ে হুমকি দেওয়া হয়। পানিশালা অঞ্চলে বিজেপির শক্তিপ্রমুখ মোস্তফা আলির বাড়ি ভাঙচুর হয়। তাঁকে মারধর করা হল। অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল।

জওয়ানের মৃত্যু

কেন্দ্রীয় বাহিনীর এক জওয়ানের মৃত্যু হল মাথাভাঙায়। ভোটের ডিউটি করতে ওই জওয়ান কোচবিহারে এসেছিলেন। ভোটের আগের রাতে বৃহস্পতিবার তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন।।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ওই জওয়ানের নাম নিলেশ কুমার নিলু(৪২)।তিনি সিআরপিএফের কিউ আর টি টিমের কমান্ডেন্ট ছিলেন। তাঁর বাড়ি বিহারে। মাথাভাঙ্গার বাইশগুড়ি হাইস্কুল এলাকায় তাঁর ডিউটি ছিল। রাতের তাঁর নাক কান দিয়ে রক্তপাত শুরু হয়।তড়িঘড়ি তাকে উদ্ধার করে মাথাভাঙা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

ভোট শুরু হতেই বিজেপির পোলিং এজেন্টকে মারধর

বিজেপির পোলিং এজেন্টকে মারধরের অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভার সিঙ্গিজানি ময়নাগুড়িতে ১০ নম্বর বুথে। কাজল রায় নামে ওই পোলিং এজেন্টকে কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করানো হয়েছে। শহরের বিবেকানন্দ স্কুলে ২১৪ নম্বর বুথে বিজেপির পোলিং এজেন্টকে ভেতরে ঢুকতে না দেওয়ার অভিযোগ। চান্দামারিতে বিজেপি কর্মীকে মারধরের অভিযোগও

উঠেছে। অভিযোগ অস্বীকার তৃণমূলের।

সকাল-সকাল ভোট দিলেন জগদীশ

নির্বাচন শুরু হওয়ার এক ঘন্টার মধ্যেই ভোট দিলেন তৃণমূলের কোচবিহার লোকসভা আসনের প্রার্থী জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়া। সিতাইয়ের ৬/১৮ নম্বর বুথের ভোটার তিনি। এদিন সকাল ৮ টা নাগাদ নিজের বুথে পৌঁছান জগদীশ। ভোট দেওয়ার পরে বলেন, "মানুষের উদ্মাদনা দেখে আমি খুশি। জয় সময়ের অপেক্ষা।"

ফরওয়ার্ড ব্লকের অভিযোগ

পোলিং এজেন্টদের ভোট কেন্দ্রে ঢুকতে না দেওয়ার অভিযোগ করল ফরওয়ার্ড ব্লক। তাদের অভিযোগ, শীতলকুচির ২৯৭/২৯৯ দুটি বুথে পোলিং এজেন্টদের ঢুকতে না দেওয়ার অভিযোগ ফরওয়ার্ড ব্লকের। দলের জেলা সভাপতি দীপক সরকার জানান, পুলিশকে অভিযোগ জানানো হয়েছে।

সেই ফলিমারীতে আতঙ্ক

কোচবিহারের ফলিমারীতে ৪/৪৩ নম্বর বুথে তৃণমূল কর্মীদের ভয় দেখানোর অভিযোগ উঠল বিজেপির বিরুদ্ধে। গত পঞ্চায়েত ভোটের দিন সকালে ফলিমারীর একটি বুথে বিজেপির পোলিং এজেন্ট মাধব বিশ্বাসকে খুন করেছিল দুষ্কৃতীরা। ওই বুথে এবারে শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হয়েছে। কিন্তু পাশের বুথে গন্ডগোলের অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ অস্বীকার বিজেপির। ফলিমারীর একটি বুথ থেকেই ৯ টি তাজা বোমা উদ্ধার করা হয়েছে।

জোরপাটকিতে ভোট

এবারে শান্তিপূর্ণ ভোট হল শীতলকুচি বিধানসভার জোরপাটকির আমতলি মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রে। ২০২১ বিধানসভা নির্বাচনে ওই বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনীর গুলিতে মৃত্যু হয় চারজনের। এদিন বুথ প্রাঙ্গণে থাকা শহীদবেদিতে মাল্যদান করার পর পুলিশের হাতে গোলাপ ফুল তুলে দেন স্মৃতি রক্ষা কমিটি। ভোটারদের ভোট দানের উৎসাহ করতে এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানান স্মৃতি রক্ষা কমিটির সদস্য আলীজার রহমান।

পোলিং এজেন্টদের বের করে দেওয়ার অভিযোগ

এবারে কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধেই পোলিং এজেন্টদের বের করে দেওয়ার অভিযোগ উঠল। ঘটনাটি মাথাভাঙ্গার পাটাকামারি জুনিয়র বেসিক স্কুলের ২/১৩৯ নম্বর বুথের। অভিযোগ, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পোলিং এজেন্টদের বুথ থেকে বের করে দেয় কেন্দ্রীয় বাহিনী। অথচ তার পাশের বুথ ২/১৪০ বুথে ভিতর পোলিং এজেন্ট রয়েছে। তৃণমূল এবং বিজেপি এজেন্টদের অভিযোগ তাদেরকে বুথের ভিতর কেন্দ্রীয় বাহিনী ঢুকতে দেয়নি এবং তাদের বারান্দায় রেখে দিয়েছে যার ফলে অসুবিধা সম্মুখীন তারা।

তৃণমূল নেতাকে মারধর

তৃণমূলের দিনহাটা-১ বি ব্লক সভাপতি অনন্ত বর্মনকে মারধরের অভিযোগ উঠল বিজেপির বিরুদ্ধে। রক্তাক্ত অবস্থায় অনন্তকে দিনহাটা হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে। ভেটাগুড়িতে তার উপর হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ। বিজেপি অভিযোগ অস্বীকার করেছে।।

বিজেপি কর্মীদের উপরে হামলা

কোচবিহারে চান্দামারির একটি বুথে ইট ছুঁড়ে বিজেপি কর্মীদের উপর হামলার অভিযোগ। বিজেপির পোলিং এজেন্টকে বুথে ঢুকতে বাঁধা দিতেই হামলা চলেছে বলে অভিযোগ বিজেপির। অভিযোগ অস্বীকার তৃণমূলের।

ভোট দিলেন পিয়া

বেলা ১১ টা নাগাদ ভোট দিলেন কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী পিয়া রায় চৌধুরী। কোচবিহার শহরের টাউন হাইস্কুলের একটি বুথে ভোট দেন তিনি। পিয়া বলেন, 'এবার অন্য সব বুথে যাব।'

(এরপর আটের পাতায়)

আন্দোলনের হুঁশিয়ারি চাকরি হারানো শিক্ষকদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: এবারে রাস্তায় নেমে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিলেন আদালতের রায়ে চাকরি হারানো শিক্ষকরা। ২২ এপ্রিল সোমবার উচ্চ আদালতের রায়ে ২৫ হাজারের বেশি শিক্ষক, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মীর চাকরি চলে যায়। ২৩ এপ্রিল মঙ্গলবার কোচবিহার রাজবাড়ি স্টেডিয়ামে ওই শিক্ষকরা জড়ো হয়ে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। তাঁরা প্রশ্ন তুলেছেন, যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কেন তাদের চাকরি কেড়ে নেওয়া হল। তাঁরা জানিয়েছেন, হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যাবেন তাঁরা। এদিকে এখনও আদালতের রায়ে চাকরি হারানো শিক্ষকদের কোনও তালিকা কোচবিহারে স্কুল শিক্ষা দফতরের অফিসে পৌঁছায়নি। স্কুল শিক্ষা দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, কোচবিহারে কমপক্ষে এক হাজারের কাছাকাছি চাকরি হারানো শিক্ষক ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মী রয়েছেন। কোচবিহার জেলা স্কুল পরিদর্শক সমর মণ্ডল বলেন, "আমাদের কাছে এখনও কোনও মেল বা চিঠি পৌঁছায়নি।" চাকরি হারানো শিক্ষকদের অনেকেই আশঙ্কা করছেন, দুই-একদিনের মধ্যেই আদালতের রায়ে চাকরি হারানো শিক্ষকদের তালিকা স্কুল শিক্ষা দফতরে পৌঁছাবে। সেই সঙ্গেই প্রত্যেকের কাছে চিঠি পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু হবে। এদিন কোচবিহার রাজবাড়ি স্টেডিয়ামে জড়ো হওয়া শিক্ষকরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। অনেকে অসহায় বোধের কথাও জানান। কাটামারি হাইস্কুলে চাকরি করছিলেন সুশান্ত দাস। তিনি বলেন, "অযোগ্যদের চিহ্নিত করার জন্য তো সিবিআই তদন্ত দেওয়া হয়েছে। সিবিআই অযোগ্যদের চিহ্নিত করে সেই তালিকার কথাও জানিয়েছে। আমাদের নাম তো সেই তালিকায় নেই। আমরা যোগ্য। পড়াশোনা করে পরীক্ষা দিয়ে চাকরি পেয়েছি। তাহলে আমাদের কেন বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়া হল? আমাদের চাকরি কেন কেড়ে নেওয়া হল। আমরা সুপ্রিম কোর্টে যাব। শুধু তাই নয়, রাস্তায় নেমেও আন্দোলন করব। এটা কোনও ভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।" আরেক শিক্ষিকা বলেন, "আদালতের কাছে এমন রায় আমরা কখনও আশা করিনি। ছোটবেলা থেকে জেনে এসেছি আদালত নির্দোষ ব্যক্তিদের সাজা দেয় না। আর এখন দেখছি নির্দোষদের সাজা দেওয়া হচ্ছে।"

রাজবাড়ি স্টেডিয়ামে জড়ো শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অনেকেই জানান, তাঁদের কারও নাম অযোগ্যদের তালিকায় নেই। হতাশ হয়ে পড়া এক শিক্ষক বলেন, "অনেক কষ্ট করে পড়াশোনা করে চাকরি পেয়েছি আমি। কোথাও কোনও দুর্নীতির জায়গা নেই। খুব গরিব আমরা। যোগ্য বলেই চাকরি পেয়েছি। এমন ভাবে চাকরি কেড়ে নেওয়া হল, সেই সঙ্গে সঙ্গে অসম্মানের মধ্যেও পড়তে হচ্ছে। এমন দিন আসবে ভাবিনি। যোগ্যদের এই রায়ের বাইরে রাখা উচিত।"

বিজেপি কর্মীদের উপর হামলার অভিযোগ

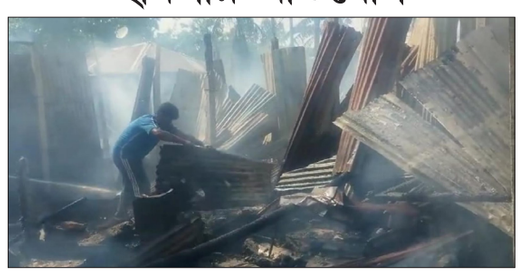

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ভোটের পরেও গন্ডগোল অব্যাহত রয়েছে কোচবিহারে। এবারে বিজেপি কর্মীদের উপর হামলার অভিযোগ উঠেছে। ২৩ এপ্রিল মঙ্গলবার কোচবিহারের সাতমাইলে ঘটনাটি ঘটে। বিজেপি নেতা শুভাশিস চৌধুরীর অভিযোগ, সাতমাইল এলাকায় কিছু সংখ্যালঘু পরিবার ভোটের আগে বিজেপিতে যোগদান করে। সে জন্যেই তাঁদের বাড়িতে হামলা চালায় তৃণমূল। এলাকায় বোমাবাজি করা হয়। সেই সঙ্গে বেশ কয়েকজনের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। ঘটনার প্রতিবাদে কোচবিহার-মাথাভাঙ্গা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দারা। পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। তৃণমূল অবশ্য অভিযোগ অস্বীকার করেছে। তৃণমূলের কোচবিহার-১ (এ) ব্লকের সভাপতি কালীশঙ্কর রায় বলেন, "সব সাজানো ঘটনা। মিথ্যে অভিযোগ করা হচ্ছে আমাদের নামে। এর পিছনে গভীর ষড়যন্ত্র রয়েছে।"

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারকে হাতিয়ার অভিষেকের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: লক্ষ্মীর ভান্ডারকে সামনে রেখে এবারে বিজেপি প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিকের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৬ এপ্রিল মঙ্গলবার কোচবিহারের গোপালপুরে দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে ডাকা জনসভায় যোগ দেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে তিনি নিশীথকে উদ্দেশ্য করে আরও বলেন, "২০১৯ সালের ভোটে জিতে অমিত শাহের ডেপুটি হওয়ার পরে দশ মিনিটের জন্য কোচবিহারের কোনও গ্রামে পা রাখেননি। তাই ২০১৯ সালের বদলা আগামী ১৯ এপ্রিল জোড়াফুলের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে দিতে হবে। উনিশের বদলা উনিশে এপ্রিল। এই ভোট শুধুমাত্র বিজেপিকে হারানো বা তৃণমূলকে জেতানোর ভোট নয়। আপনাকে যে ভাবে শোষিত-বঞ্চিত করেছে রেখেছে তার প্রতিবাদে ভোট, প্রতিশোধের ভোট। প্রতিরোধের ভোট।" এর পরেই তিনি বলেন, "সেই সভা থেকেই নিশীথের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন অভিষেক।" তিনি বলেন, "এই নিশীথ প্রামাণিক ভোটে জিতলে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বন্ধ করবে। আর দুই হচ্ছে, কোচবিহার জেলায় মাছ খাওয়া বন্ধ করবে। এঁদের যোগ্য জবাব দেবেন কি দেবেন না?" এদিন সভার শুরু থেকে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন অভিষেক। মোদী গ্যারান্টির নামে গত দশ বছরে মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে বলে দাবি করেন। তিনি বলেন, "প্রধানমন্ত্রী ও বিজেপি নেতারা দু'দিন আগে সভা করে বলছেন, আমরা দশ বছরে যা দেখিয়েছি তা হচ্ছে 'ট্রেলার'। সিনেমা নাকি চব্বিশের পরে দেখাবে। আমরা সাধারণত যখন সিনেমা দেখি জানি সিনেমা সাধারণত দুই-ঘন্টা, আড়াই ঘণ্টা, তিন ঘণ্টার হয়। ট্রেলার হয় দু'মিনিটের আড়াই মিনিট হয়। ট্রেলারে আপনি দেখলেন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম আকাশছোঁয়া।" তিনি আরও বলেন, "রাজবংশী যুবকদের উপরে দিনের আলোয় গুলি চালিয়ে নিশীথ প্রামাণিকের অধীনস্ত বিএসএফ হত্যা করেছে। এই ট্রেলার দেখার পর আপনারা সিনেমা দেখতে চান? আপনাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আপনারা ভোট দিয়েছিলেন আচ্ছে দিনের স্বপ্নে বিশ্বাস করে। কি পেয়েছেন? শুধু ভাওতা।" লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নিয়ে একটি ভিডিও দেখিয়ে তিনি বলেন, "বিজেপির এক নেত্রী কোচবিহারে সভা করে বলেছে বিজেপি যদি কোচবিহারে জয়ী হয় আর বাংলায় ৩৫ টি আসন পায় তাহলে তিন মাসের মধ্যে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বন্ধ হয়ে যাবে। বিজেপি জিতলে আপনি আপনার অধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন। তৃণমূল জিতলে অধিকার পাবেন।" তিনি আরও বলেন, "২০১৯-এ নিশীথ প্রামাণিক জয়ী হলেন সঙ্গে সঙ্গে বাংলার মানুষের টাকা বন্ধ। এই জনবিরোধী বিজেপিকে উচিত শিক্ষা দেবেন কি দেবেন না? বিজেপি নেতারা ভোট চাইতে এলে এই ভিডিও দেখাবেন। বিজেপি জয়ী হওয়ার পরে একশো দিনের টাকা বন্ধ করেছে। বাংলার মানুষের ভারে মারা পরিকল্পনা।"

তিনি দাবি করেন, প্রচারের শেষ সময় বিজেপি টাকা বিলি করবে। তিনি বলেন, "টাকা আপনারা নিয়ে নেবেন। কারণ ওই টাকা আপনাদের টাকা। বড় ফুলের থেকে টাকা নেবেন, আর জোড়াফুলে ভোট দেবেন।" বিজেপি প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিক বলেন, "অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তো বলেন আবাস যোজনা রাজ্য সরকার চালায়। এখন কেন এসব বলছেন। এভাবে আমাদের কোচবিহারের মানুষকে ভুল বোঝানো যাবে না। মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়ানো যাবে না। মানুষ জানে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মিথ্যেবাদী। জোর করে লোক নিয়ে গিয়ে মিটিংয়ে ভিড় করা হয়েছে। অভিষেকের মতো লোক যত কোচবিহারে আসবে, তত আমাদের ভোট বাড়বে।" লক্ষ্মীর ভান্ডার নিয়ে কোচবিহারের বিজেপির সহ-সভানেত্রী দীপা ভট্টাচার্যের একটি বক্তব্যের কিছু অংশ ভাইরাল হয়। তিনি বলেন, "আমার বক্তব্যের পুরোটা দেখানো হয়নি। একটি ছোট অংশ কেটে দেখানো হয়েছে। বিজেপি ক্ষমতায় এলে অন্নপূর্ণা যোজনা চালু হবে। মহিলারা মাসে তিন হাজার টাকা করে পাবেন।"

বিজেপি ফের ক্ষমতায় এলে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো ভেঙে পড়বে, বললেন মমতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: বিজেপি ফের ক্ষমতায় এলে দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো ভেঙে পড়বে, এমনই বললেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৫ এপ্রিল সোমবার কোচবিহারের রাসমেলার মাঠে দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে সভা করেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী। সেখানে তিনি বলেন, "এই সরকার যদি থাকে, 'ওয়ান লিডার, ওয়ান ন্যাশন' মানে দেশে নির্বাচন হবে না। ফেডারেল স্ট্রাকচার থাকবে না, রাজ্যগুলি থাকবে না। এটা স্বৈরাচারী একনায়কতন্ত্রের সরকার তৈরি হবে।" তিনি আরও বলেন, "বলছে ওয়ান লিডার ওয়ান নেশন। ওয়ান লিডার ওয়ান ভাষণ, ওয়ান লিডার ওয়ান খানা। উনি যা বলবেন তাই হবে? এ নির্বাচন যে সে নির্বাচন নয়। সারা ভারতবর্ষ আজ বুঝতে পেরেছে আপনারাও বুঝুন। দেশকে স্বাধীন রাখতে হলে বিজেপিকে হঠাও। দেশ বাঁচাও। না হলে দেশের স্বাধীনতা থাকবে না। ইতিহাস-ভূগোল-বিজ্ঞান গুলিয়ে দিয়েছে।" তিনি দাবি করেন, পুলিশ-সামরিক বাহিনীকে গেরুয়া পোশাক পরিয়ে দেওয়া হয়েছে কোথাও কোথাও। রেল স্টেশনগুলোকে গেরুয়া করে দিয়েছে। তিনি বলেন, "এমন হলে সাধুরা যাবে কোথায় এটা সাধুদের অসম্মান নয়? কেন করবে? খুব সাংঘাতিক অবস্থা দেশের।"

ওই মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, নির্বাচন এলে যুদ্ধ-যুদ্ধ পরিবেশ তৈরি করা হয়। তিনি বলেন, "যেই নির্বাচন হবে আবার যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা কিছু একটা করবে। আপনার মনটাকে অন্য জায়গায় ঘুরিয়ে দেবে।" সেই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর সতর্কবার্তা, "আরেকটা কথা, সংঘর্ষে বাঁধাতে পারে। দয়া করে কেউ সংঘর্ষে যাবেন না। আপনাকে যদি গালিও দেয় তাও যাবেন না। কারণ আপনাদের যিনি এখানে প্রার্থী তিনি বকলমে গুন্ডাদের মাফিয়াদার। তিনি কিন্তু আবার আগুন লাগাবেন। তিনি কিন্তু আবার আগেরবারের মত শীতলকুচির মত গুলি চালিয়ে দেবে। আবার আপনাদের বিপদে ফেলবে।" সংখ্যালঘুদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, "আমি সংখ্যালঘু ভাইবোনদের বলব ১৭ এপ্রিল ওদের সংঘর্ষ করার দিন। আমি মনে করি ওই দিন মানুষের সম্মানের দিন হোক ঐক্যের দিন হোক। গালাগালি দিলেও মাথা ঠান্ডা করে প্রার্থনা করবেন। ওদের বিদায় চাইবেন কিন্তু কেউ প্ররোচনায় পা দেবেন না। আমাদের শান্তি রক্ষা করতে হবে। ওরা সংঘর্ষ করে এনআইএ ঢুকিয়ে দিয়ে ভোটটা যাতে না হয়, আর ভোটটা যাতে ওরা ছাপ্পা মেরে দেয় সে ব্যবস্থা করবে।"

এদিন ভিভি প্যাড ও ইভিএম মেশিন নিয়েও সন্দেহ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, "আমাদের সকলের সন্দেহ ভিভি প্যাড, আর ইভিএম মেশিনের চিপটাকে তৈরি করে দিয়েছে সবাই জানতে চাইছে। কোনও উত্তর নেই নির্বাচন কমিশনের। লোকে যেখানে ভোট দিক না কেন ওই শয়তানগুলোর উপরে ভোট পড়বে? মানুষের ভোটের দাম অনেক বেশি এটা মাথায় রাখতে হবে।" বিজেপির কোচবিহার লোকসভা আসনের প্রার্থী তথা বিদায়ী কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক মুখ্যমন্ত্রীর দিকে পাল্টা আঙুল তুলেছেন। তিনি বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই ফেডারেল স্ট্রাকচারকে মান্যতা দেয় না। যে রাজ্যে দুর্গাপুজোর বিসর্জন বন্ধ করে দেওয়া হয়, রামনবমীর বিসর্জনের অনুমতি দেওয়া হয় না, সমস্ত রাজ্যে দেওয়া হয়। কর্নাটক, তামিলনাড়ু, উড়িষ্যাতে আমাদের সরকার নেই, সেখানও অনুমতি দেওয়া হয়। সিএএ আইনে পরিণত হয়েছে, সমস্ত ভারতবর্ষ মেনে নিয়েছেন উনি তা মানছেন না। সংবিধানের আইনকেই মানছেন না। তিনি দেশের প্রধানমন্ত্রীর কোমরে দড়ি লাগাতে চান, তিনি ফেডারেল স্ট্রাকচার নিয়ে কি বলেন? প্রধানমন্ত্রীকে আক্রমণ করা মানে দেশকে অপমান করা। মুখ্যমন্ত্রীর পদমর্যাদায় থেকে তিনি সংবিধানের অবমাননা করেন। ফেডারেল স্ট্রাকচার তো উনি নিজেই মানেন না।" তিনি আরও বলেন, "৩০০ টা টিম পাঠিয়েছিলেন কোন কিছু ধরতে পারলেন? পারেন নি। তাহলে বলুন তিন বছর ধরে ১০০ দিনের কাজ বন্ধ করলেন কেন? যে গরিব মানুষগুলো রোদে গরমে বৃষ্টিতে ভিজে কাজ করে তাদের টাকা কেন দেননি তিন বছর ধরে? এত বড় অধিকার আপনাকে কে দিল? এটা সংবিধানের অধিকার। এটা জনগণের গ্যারান্টি প্রোগ্রাম ছিল। আপনি সংবিধানকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন। দুর্নীতির কথা বলছেন? আমি চ্যালেঞ্জ করে গেলাম ক্ষমতা থাকলে তিন দিন বাদে নির্বাচন আছে উত্তরবঙ্গে। ঘোষণা করুন শ্বেতপত্র। তাতে বাংলায় কোথায় কটা দুর্নীতি হয়েছে সব রিপ্লাই দেওয়ার পর আপনার কমিশনের রিপোর্ট যারা এসেছিল সেই রিপোর্ট ঘোষণা করুন, সাথে সাথে উত্তরপ্রদেশ গুজরাট মহারাষ্ট্র ঘোষণা করুন, চ্যালেঞ্জ করে বলছি বাংলা চোর নয়, বাংলা ডাকাত নয়। এটা আপনি আর আপনার দল।"

উদয়নকে নজরবন্দির দাবি নিশীথের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী তথা তৃণমূলের রাজ্য সহ-সভাপতি উদয়ন গুহকে বুথের মধ্যেই আটকে রাখার দাবি করলেন বিজেপির কোচবিহার লোকসভা আসনের প্রার্থী তথা বিদায়ী কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক। গত ১৫ এপ্রিল নির্বাচন কমিশনের কাছে লিখিত ভাবে এমনই আর্জি জানিয়েছেন নিশীথ। ১৭ এপ্রিল সাংবাদিক বৈঠক করে ওই কথা জানান বিজেপির বিধায়ক মিহির গোস্বামী। নিশীথ আর্জিতে উল্লেখ করেছেন, নির্বাচনের দিন যাতে বুথের মধ্যেই উদয়নকে আটকে রাখার ব্যবস্থা করে কমিশন। উদয়ন বাইরে থাকলে অশান্তি ছড়াতে পারে বলে তিনি আশংকা প্রকাশ করেছেন। উদয়নের পাল্টা দাবি, ভোটে শুরুর দিন থেকে অশান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করছে বিজেপি প্রার্থী নিজেই। তিনি বলেন, "আসলে আমাকে আটকে রেখে ভোট লুঠ করার ও ছাপ্পা দেওয়ার ছক কষছেন বিজেপি প্রার্থী। তাঁর সেই স্বপ্ন সফল হবে না। একজন উদয়নকে আটকে রাখা হলে হাজার হাজার উদয়ন ময়দানে থাকবেন।"

লোকসভা নির্বাচনের ঘোষণার পর থেকেই নিশীথ-উদয়ন দ্বৈরথ দেখা গিয়েছে কোচবিহারে। দুই দফায় দু'জনের কনভয় মুখোমুখি হওয়ার পর সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে। যার জন্য রাজ্যপাল আনন্দ বোসকে ছুটে আসতে হয় দিনহাটায়। নিশীথ নির্বাচন কমিশনকে লেখা তাঁর চিঠিতে দাবি করেছেন, সমস্ত গুন্ডামির মাথা উদয়ন। নির্বাচন বিধি লাগু হওয়ার পরে প্রচারের সময় দু'দফায় তাঁর উপরে উদয়ন হামলা চালিয়েছেন বলে দাবি করেছেন নিশীথ। সেই সঙ্গে তিনি চিঠিতে উল্লেখ করেছেন, ২০২১ সালের পর ভোট পরবর্তী 'হিংসা' নিয়ে জাতীয় মানবধিকার কমিশনের রিপোর্টে উদয়নের নাম উল্লেখ রয়েছে। তিনি আরও লিখেছেন, উদয়নের ঘৃণা ভাষণের জন্য বিজেপি কর্মীদের উপরে হামলা হচ্ছে। তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের হিংসায় উদয়ন উৎসাহ জুগিয়েছেন বলে দাবি তাঁর। তিনি দাবি করেন, দিনহাটায় একনায়কতন্ত্র কায়েম করেছেন উদয়ন। ভোটের সময় তাঁর গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ না হলে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হবে না। তাই ১৯ মে ভোটের দিন উদয়নের গতিবিধি তাঁর বুথের মধ্যেই আটকে রাখার দাবি করেন তিনি। পুলিশ পর্যবেক্ষককেও তিনি একই চিঠি দিয়েছেন।

এদিন বিজেপি বিধায়ক মিহির গোস্বামী বলেন, "উদয়ন গুহ বিভিন্ন সময় সন্ত্রাস করে নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করতে চাইছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের প্রার্থীর বিরুদ্ধে নানা মামলা আছে জানিয়ে বলব বলব করেন। আমরা সরাসরি জানাচ্ছি, উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহের নামে দুটি খুনের মামলা ঝুলে রয়েছেন। তিনি বক্তব্যে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলছেন কেউ তৃণমূলের বিরুদ্ধে গেলে তাঁকে নারায়ণ সেবা দেওয়া হবে। মানে মারধর করা হবে। এমন কেউ বাইরে থাকলে কঠিন পরিস্থিতি তৈরি হবে।" উদয়ন বলেন, "বিজেপির পায়ের তলার মাটি সরে গিয়েছে বুঝতে পেরেছে তাই এমন বক্তব্য দিচ্ছে। আমার উপরেই নিশীথ প্রামাণিক দলবল নিয়ে দু'বার হামলা করেছে, তা সবাই দেখেছে। আর আমার বিরুদ্ধে কি মামলা আছে তা হলফনামায় উল্লেখ করা হয়েছে। দুটি মামলাই রাজনৈতিক।" এর আগে কোচবিহারে নির্বাচনী সভা থেকে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে গৃহবন্দি করার দাবি তুলেছিলেন। এবারে নিশীথের দাবি ঘিরে স্বাভাবিক ভাবেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে।।

শেষবেলায় বুথে-বুথে নজর

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: শেষবেলায় বুথে বুথে নজর দিল শাসক-বিরোধী সব দল। শেষমুহূর্তে কোচবিহারে বুথ কর্মীদের আরও সক্রিয় হওয়ার নির্দেশ শাসক ও বিরোধী দুইপক্ষের। তৃণমূল মনে করছে, পঞ্চায়েত নির্বাচনের আদলে বুথে বুথে ভোটব্যাংক অটুট রাখতে পারলে জয় নিশ্চিত। বিজেপি মনে করছে, বুথে বুথে ভোট বাড়াতে পারলে তাদের জয় কেউ আটকাতে পারবে না। সে জন্য বুথের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতাকে লক্ষ্য বেঁধে দেওয়া হচ্ছে। তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক বলেন, “পঞ্চায়েত নির্বাচনের নিরিখে কোচবিহারে আমরা লক্ষ লক্ষ ভোটে এগিয়ে রয়েছি। বুথে বুথে সেই ভোট আমাদের থাকবে বলেই মনে করছি। সেভাবেই বুথ কর্মীরা কাজ করছেন।” বিজেপির কোচবিহার জেলার সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বসু বলেন, “পঞ্চায়েত নির্বাচনের আমরা হিসেবে ধরছি না। সেখানে কি ভাবে ভোট হয়েছে সবাই জানে। আমরা বিধানসভা ও গত লোকসভার হিসেব ধরছি। তাতে যে বুথে যত ভোট আমরা পেয়েছি তা বাড়ানোর লক্ষ্যে কাজ হচ্ছে। তাতে আমরা সফল হবে।”

কোচবিহারে কংগ্রেস ও বামেদের প্রার্থীও রয়েছে। কিন্তু মূল লড়াই হচ্ছে তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে। গত লোকসভা নির্বাচনে কোচবিহার আসনে ৫৪ হাজারের বেশি ভোটে তৃণমূল প্রার্থীকে হারিয়ে দেয় বিজেপি প্রার্থী। আবার ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের নিরিখে কোচবিহার লোকসভা আসনে তৃণমূলের থেকে ৭৪ হাজারের বেশি ভোটে এগিয়েছিল বিজেপি। বিজেপির দাবি, ওই দুটি ভোট পর্যাপ্ত কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতিতে হয়েছে। তাতে সাধারণ মানুষ ভোট দিতে পেরেছিলেন। সেই হিসেবে যে বুথে যে ভোট পাওয়া গিয়েছে তা প্রত্যেককে কিছুটা বাড়ানোর নির্দেশে দিয়েছেন বিজেপি নেতৃত্ব। তাতে ফারাক লক্ষাধিক হবে বলে মনে করা হচ্ছে। একইভাবে তৃণমূলও লক্ষ্য নিয়েছে। তৃণমূলের দাবি, পঞ্চায়েত নির্বাচনের নিরিখে কোচবিহার জেলায় প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ ভোটে এগিয়ে রয়েছে রাজ্যের শাসক দল। তাতে তৃণমূল সব পঞ্চায়েত সদস্যদের, ওই ভোট অটুট রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। যে সব বুথে তৃণমূল কিছুটা পিছিয়ে ছিল সেখানে ভোট বাড়ানোর লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। দলের অন্দরের খবর, পঞ্চায়েত নির্বাচনের যে ভোট তৃণমূল পেয়েছে তা কিছুটা কমে গেলেও তৃণমূল প্রার্থীর জয় নিশ্চিত থাকবে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক তৃণমূলের এক গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য বলেন, “আমরা চেষ্টার কোনও ত্রুটি রাখছি না। কিন্তু বিজেপি লোকসভার ভোটের কথা বলে প্রচার করছে। সেই প্রচারের পাল্লা দিয়ে এগিয়ে যাওয়া আমাদের কাছে চ্যালেঞ্জ।”

শেষ রাতে চলল গ্রাম পাহারা, টহল দিল পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: প্রচারপর্ব শেষ। এবার রাত পাহারার পালা। ভোটের আগের দু’দিন ১৭ এপ্রিল ও ১৮ এপ্রিল পালা করে রাত পাহারা দিলেন শাসক-বিরোধী সব দলের কর্মীরা। তৃণমূলের রাজ্য সহ সভাপতি তথা উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ নিজের দলের কর্মীদের উদ্দেশ্যে সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, “সবাই সজাগ সতর্ক থাকুন মরিয়া হয়ে তিনি বা তাঁর লোকেরা টাকা নিয়ে বুথে বুথে ঢোকার চেষ্টা করছেন।” সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রীর অনুগামীরা উত্তরে জানাতে শুরু করলেন, “আমরা তৈরি আছি দাদা।” শুধু তৃণমূল যে তৈরি রয়েছে তা নয়, তৈরি রয়েছে বিজেপি কর্মী-সমর্থকরাও। আজ, শুক্রবার লোকসভা নির্বাচনের প্রথম দফায় কোচবিহারে ভোট। তার আগের রাতে গ্রামে গ্রামে শুরু হয়েছে ‘রাতপাহারা’। কোথাও পিকনিকের নামে জমায়েত করে রাখা হয়েছে, কোথাও আবার রাতের অন্ধকারে ঘুরে বেড়াচ্ছে বাইক বাহিনী। পুলিশের গন্ধ পেলেই অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে তারা। কোচবিহার জেলা পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য বলেন, “সবদিকেই নজর রাখা হচ্ছে। টহলদারি রয়েছে। অভিযোগ পেলে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।”

উদয়ন বলেন, “বিজেপি শুরু থেকেই অশান্তি করার চেষ্টা করছে। টাকা ছড়িয়ে ভোট কেনার চেষ্টা করছে। স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের কর্মীদের সজাগ থাকতেই হবে। রাতে কোথাও যাতে কেউ অশান্তি ছড়াতে না পারে সেদিকেও আমাদের নজর রাখতেই হয়।”

বিজেপির কোচবিহার জেলা সভাপতি সুকুমার রায় বলেন, “রাজ্যের শাসক দলের নেতারাই নানা ভাবে ভোট প্রভাবিত রার চেষ্টা করছে। টাকা দিয়ে ভোট কেনার চেষ্টা করছে না হলে ভয় দেখাচ্ছে। তবে এবারে আমাদের কর্মীরাও সজাগ রয়েছে।”

কোচবিহারে বাম আমল থেকেই এই ‘রাত পাহারা’র দৃশ্য দেখা যায়। কান পাতলে শোনা যায়, অনেকেই বলেন, “কথায় আছে ওস্তাদের মার শেষ রাতে। আর ভোটের খেলা এই শেষ রাতেই হয়।” কি হয় খেলা? অনেকেই অভিযোগ করেন, একদিকে চলে টাকা দিয়ে ভোট কেনা। টাকা দেওয়ার পরে ধর্মগ্রন্থ বা সন্তানের মাথা ছুঁয়ে ভোট দেওয়ার বিষয়ে শপথ করিয়ে নেন রাজনৈতিক নেতারা।

আরেকদিকে, অস্ত্র দেখিয়ে বিরোধী পক্ষের ভোটারদের ভয় দেখানোর পালাও চলতে থাকে। যাতে ভোটের দিন বুথে কেউ হাজির না হন। সে কথা মাথায় রেখে চলে রাত-পাহারা

তৃণমূল প্রার্থীর দু’জন স্ত্রী, দাবি বিজেপি বিধায়কের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: তৃণমূল প্রার্থীর দু’জন স্ত্রী, এমনটাই দাবি করলেন বিজেপির বিধায়ক মিহির গোস্বামী। ১৭ এপ্রিল বুধবার প্রচারের শেষদিনে এমন অভিযোগ করেছেন কোচবিহারের নাটাবাড়ির বিজেপি বিধায়ক মিহির। বিজেপি বিধায়ক মিহির দাবি করেন, তৃণমূলের কোচবিহার লোকসভা আসনের প্রার্থী জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়ার দু’জন স্ত্রী। তাঁর মধ্যে একজনের নাম তৃণমূল প্রার্থীর হলফনামায় নেই। তা নিয়ে নির্বাচন কমিশনে চিঠি দিয়েছেন বিজেপির কোচবিহার জেলা সম্পাদক অজয় রায়। তিনি জগদীশ বর্মা বসুনিয়ার প্রার্থীপদ খারিজের দাবি করেছেন।

তৃণমূল প্রার্থী জগদীশ বর্মা বসুনিয়া বলেন, “বিজেপি বুঝে গিয়েছে তাদের পক্ষে আর জয়ী হওয়া সম্ভব নয় সে জন্যে ব্যক্তিগত আক্রমণ করছে। ক্ষমতা থাকলে বিজেপি বিধায়ক প্রমাণ করুক আমার হলফনামা মিথ্যে। আমি সঠিক তথ্য দিয়েছি। আমি যার কথা লিখেছি তিনি আমার বৈধ স্ত্রী, নাম শুকতারা বর্মা বসুনিয়া। হিন্দু বিবাহ আইন অনুযায়ী দ্বিতীয়জনের অধিকার থাকেন না, বিবাহ হলেও নাম আনা যায় না, সে জন্যেই আমি আনিনি।” জগদীশের দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে নাম উঠে এসেছে সঙ্গীতা রায় বসুনিয়ার। তিনি তৃণমূলের নেত্রী এবং সিতাই পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি। তিনি বলেন, “বিজেপির এইসব অভিযোগের কোনও গুরুত্ব আমি দেই না।”

ওইদিন নিজের বাড়িতে সাংবাদিক বৈঠক করেন মিহির। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিজেপির কোচবিহার জেলার সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বসু এবং জেলা সম্পাদক অজয় রায়। সেখানে মিহির বলেন, “তৃণমূলের প্রার্থী জগদীশ বসুনিয়া যে অঙ্গীকার পত্র জমা দিয়েছেন তাতে আইনগত মিথ্যাচার পাওয়া গিয়েছে। দলের নেতা অজয় রায় নির্বাচন কমিশনের কাছে একটি অভিযোগ জমা দিয়েছেন। সে হিসেবে তাঁর মনোনয়নপত্র বাতিল হওয়া জরুরি।” মিহির আরও বলেন, “তৃণমূল প্রার্থী তথ্যে লিখেছেন তাঁর স্ত্রী শুকতারা বসুনিয়া। আবার পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সঙ্গীতা রায় বসুনিয়া পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় যে হলফনামা জমা দিয়েছিলেন তাতে স্বামী হিসেবে জগদীশ বসুনিয়ার নাম উল্লেখ করেছেন। তিনি হাইস্কুলের শিক্ষক। হিন্দু বিবাহ আইন অনুযায়ী দুটি বিয়ে করতে পারেন না। এতবড় জালিয়াতি একমাত্র তৃণমূল করতে পারে। তাহলে তিনি নির্বাচিত হলে পরে দুর্নীতি কোথায় যেতে পারে।”

এবারে তল্লাশি হল নিশীথ প্রামাণিকের গাড়িতেও

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, রাহুল গান্ধীর পর এবারে নিশীথ প্রামাণিক। ১৬ এপ্রিল মঙ্গলবার বেলা ১২ টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে কোচবিহারের ওয়েলকাম এলাকায় বিদায়ী কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী তথা বিজেপির কোচবিহার লোকসভা আসনের প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিকের গাড়িতে তল্লাশি চালান নির্বাচন কমিশনের সদস্যরা। নিশীথের বাড়ি ভেটাগুড়িতে। বেলা ১২ টা নাগাদ বাড়ি থেকে বেরিয়ে কনভয় নিয়ে কোচবিহার শহরের দিকে একটি দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন। ওয়েলকামে নিশীথের গাড়ি আটকে দেয় নির্বাচন কমিশনের এসএসটি টিম। আচমকা গাড়ি আটকে দেওয়ায় ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী। গাড়ি থেকে নেমে তিনি কেন তাঁর গাড়ি আটকানো হল, সে প্রশ্ন তোলেন। তাঁর গাড়ি তল্লাশির জন্য কি নির্দেশ আছে সেটাও জানতে চান তিনি। নির্বাচন কমিশনের সে সংক্রান্ত কোনও নথি রয়েছে কি না তা দেখতে চান। তা নিয়ে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে কার্যত বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন নিশীথ। সেখানে উপস্থিত একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট অবশ্য স্পষ্ট ভাবেই জানিয়ে যান, তিনি নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মেনেই মন্ত্রীর গাড়ি তল্লাশি করছেন তিনি। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে থাকা নিরাপত্তা রক্ষীরাও তা নিয়ে প্রশ্ন

তোলেন। মন্ত্রী একসময় আশঙ্কা করেন, তাঁর গাড়িতে কিছু রাখা হতে পারে। পরে অবশ্য মন্ত্রী তাঁর গাড়ি তল্লাশি করতে দেন। তাতে কিছু পাওয়া যায়নি। বিজেপির দাবি, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী নিরাপত্তা ‘সিকিউরিটি এক্সামটেড ক্যাটাগরি’র। বিমানবন্দরেও তাঁকে কোনও তল্লাশির মুখে পড়তে হয় না। সাধারণ ভাবে তাঁর গাড়িতে তল্লাশি করা যায় না। রাহুল গান্ধী বা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জেড প্লাস নিরাপত্তা পেলেও ওই ক্যাটাগরিতে পড়েন না। নিশীথও বলেন, “যারা সিকিউরিটি এক্সামটেড ক্যাটাগরি’র মধ্যে পড়ে তার মধ্যে আমি একজন। তবে নির্বাচন কমিশনের এমন কোন বিধি বা নিয়ম রয়েছে কিনা তা দেখতে হবে। প্রথমদিকে সন্দেহ হওয়ায় আমি নথিপত্র দেখতে চেয়েছি। পরে আর সময় নষ্ট করিনি।” তৃণমূলের রাজ্য সহ-সভাপতি তথা উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন,” এখনতো পুলিশ কমিশনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যখন রাহুল গান্ধী কিংবা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চপার তদন্ত করেছিল পুলিশ তখন কেন প্রতিবাদ করেননি। সেটা যদি ইলেকশন কমিশনের নির্দেশে বা নিয়ন্ত্রণে হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে এটাও হচ্ছে ইলেকশন কমিশনের নিয়ন্ত্রণে। আইন কি অন্যদের জন্য এক রকম আর উনার জন্য আলাদা। সবার জন্যই আইন সমান।”

তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ এদিন কোচবিহারে সাংবাদিক বৈঠক করেন। তিনি সেখানে বলেন, “অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কপ্টারে তল্লাশি চালিয়ে কিছু পাওয়া যায়নি। এই যে বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া হচ্ছে সে জন্য নিশীথ প্রামাণিককে বলা হয়েছিল আজকে আপনি গাড়িতে কিছু রাখবেন না, আমরা গাড়ি তল্লাশি করব। আগাম কথা বলে ওখানে নাটক করেছে।”

কোচবিহার শহরে মন্দিরে চুরি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: কোচবিহার শহরের এক মন্দিরে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো। জানা গিয়েছে শনিবার ভোরবেলা কোচবিহার তালতলা এলাকায় পুজো দিতে এসে মন্দিরের পূজারী দেখেন কালী মন্দিরের তালা ভেঙে সোনার জিনিস সহ প্রণামি বাক্সের টাকা-পয়সা উধাও। এরপরেই ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তে চাঞ্চল্য ছড়ায় গোটা এলাকা জুড়ে। প্রায় ৪০ থেকে ৪৫ হাজার টাকার চুরি হয়েছে বলেও জানায় মন্দির কমিটি। এরপরে তড়িঘড়ি খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছেন বলে জানান তারা। তবে প্রায়শই এই ধরনের চুরির ঘটনায় পুলিশের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছেন সাধারণ মানুষরা। তারা জানান, কোচবিহার শহরে প্রায়ই শোনা যায় এই রকম চুরির ঘটনা। আমরা চাই আরো সজাগ থাকুক পুলিশ। তবে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এলাকাবাসীদের দাবি আমরা চাই পুলিশ দ্রুততার সাথে তদন্ত করে মন্দিরের হারিয়ে যাওয়া সোনার গহনা সহ টাকা-পয়সা উদ্ধার করুক ও অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেফতার করুক।

মাথাভাঙ্গায় বাইসনের আক্রমণ, জখম ৪

নিজস্ব সংবাদদাতা, মাথাভাঙ্গা: মাথাভাঙ্গায় বাইসনের আক্রমণে গুরুতর জখম ৪জন। ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা মাথাভাঙ্গা শহরে জুড়ে। শনিবার ভোরে বাইসনের গতিবিধি প্রথমে লক্ষ্য করা যায় পঞ্চানন মোড় সংলগ্ন এলাকায় তার খানিক পড়েই বড় কাউয়ারডারা এলাকায় শুরু করে তাণ্ডব। এই বাইসনের তাণ্ডবে আহত হয় ৪ জন। আহতদের উদ্ধার করে তড়িঘড়ি মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। এদিকে আহত এক মহিলার ছেলে জানান, মা ছাগল চড়াতে বাইরে গিয়েছিল সেই সময় বাইসনের আক্রমণে গুরুতর আহত হয়। অন্যদিকে আহত আর এক ব্যক্তির ভাইপো জানান, চার দিকে চিৎকার শুনে পিসি বাইরে বের হয় আর কিছু বুঝে ওঠার আগেই বাইসনের হামলায় গুরুতর আহত হয়। তবে এই বিষয়ে বন দপ্তরের পক্ষ থেকে রেঞ্জার জানান, সকাল ৬ টা থেকে আমারা বাইসনটির গতিবিধির উপর লক্ষ রাখছিলাম। প্রায় সাড়ে ৩ ঘন্টার প্রচেষ্টায় বাইসনটিকে ঘুমপাড়ানি গুলিতে কাবু করা হয়। তারপর মুভার দিয়ে উদ্ধার করে পাতলাখাওয়া জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়ার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। তবে আহতরা সকলেই সরকারি সাহায্য পাবেন বলে জানান তিনি।

সম্পাদকীয়

রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি

আদালতের রায়ে চাকরি চলে গিয়েছে পঁচিশ হাজারের বেশি শিক্ষক-শিক্ষিকার। শুধু তাই নয় আদালত সুদ সহ বেতন ফেরতের নির্দেশ দিয়েছে। যা এখন রাজ্য রাজনীতির প্রধান ইস্যু। বিরোধীরা বলছে, এতবড় দুর্নীতির দায় স্বীকার করে পদত্যাগ করা উচিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর। শাসক দলের দাবি, পরিকল্পনা করে হাজার হাজার ছেলেমেয়েকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছে বিরোধীরা। আসল উদ্দেশ্য, রাজ্যের সরকারকে বিপদে ফেলা। শাসক-বিরোধীর এই চাপানউতোর শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা। আর সেই স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছেন রাজ্যের লক্ষ লক্ষ মানুষ। কিন্তু 'যোগ্য' শিক্ষকদের পরিবারের এখন কেমন অবস্থা? কেমন হতে যাচ্ছে তাঁদের আগামীদিন? এমন একটি যাঁতাকলে ফেলে তাঁদের পিষে দেওয়ার জন্য কারা দায়ী, তাঁদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা হবে? তাঁদের কি খুঁজে বের করা হবে? তা নিয়ে খুব একটা আগ্রহ নেই কারও। আপাতত প্রত্যেকেই, কিছু মানুষের চাকরি যাওয়া নিয়ে উল্লাসে মেতে উঠেছেন। মনে হয়, এই জায়গা থেকে সমাজের বের হওয়া উচিত। উল্লাসের পরিবর্তে সমাজের কিছু মানুষকে এমন একটি জায়গায় দাঁড় করানোর জন্য প্রশ্ন করা প্রয়োজন। এর পিছনে যারা দায়ী তাদর বিরুদ্ধে কঠিন থেকে কঠিনতর ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। না হলে ক্যানসারের ক্ষত ছাড়বে না। ধীরে ধীরে এই সমাজ মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাবেই। প্রত্যেক বছর কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পাশ করে চাকরির জন্য ঘুরতে শুরু করেন বহু ছেলেমেয়ে। ইন্টারভিউয়ের পর ইন্টারভিউ দিয়েও কারও চাকরি হয় না। কেউ চাকরি পেয়ে দিন বদলের স্বপ্ন দেখেন। কিন্তু এই হাতে পাওয়া চাকরির জন্যেই যে একদিন চরম বিপদের মুখে পড়তে হতে পারে তা ধারণা করতে পারেন না কেউই। এমন এক সময়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে দুর্নীতিকে উপড়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। শুধু গুটিকয়েক ছেলেমেয়ের চাকরি চলে গেলেই সমাজ দুর্নীতিমুক্ত হবে না। রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে দুর্নীতি বাসা বেঁধেছে তা উপড়ে ফেলতেই হবে। তাহলে এমন দিন আর আসবে না।

কবিতা

রুক্ষ শীত, বাহারী বসন্ত

.... সোমালি বোস

রুক্ষ শীতের পর্নমোচন
মনের কোণে বাড়ায় ক্রন্দন।
শীতের হাওয়ার দোলা
জীবনের পাতা খোলা।
শিশির ভেজা ভোর
উন্মুক্ত করে দোর।।
হৃদয়ে জাগায় প্রত্যাশা
কাছেই বসন্তের আসা।।
গাছে গাছে নূতন কুঁড়ি
শব্দ তোলে লাল হলুদ চুড়ি।।
মাদলের তালে বন পলাশী গায়
মাধবী নাচে নুপুর পায়।।
রঙে বসন্ত, মনে বসন্ত
বাহারী বসন্ত, সব জীবন্ত।।

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদক	ঃ সন্দীপন পন্ডিত
কার্যকারী সম্পাদক	ঃ দেবাশীষ চক্রবর্তী
সহ-সম্পাদক	ঃ পার্থ নিয়োগী, কঙ্কনা বালো মজুমদার, বর্ণালী দে
ডিজাইনার	ঃ ভজন সূত্রধর
বিজ্ঞাপন আধিকারিক	ঃ রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক	ঃ বিমান সরকার

প্রবন্ধ

আবিষ্কার

...অমিতাভ চক্রবর্তী

একদম সহজ কথায় আমার দুটি পায়ের অ্যালাইনমেন্ট নষ্ট হয়ে যাওয়ার দরুন বাঁ পায়ে একটা মোটা সোল ব্যবহার করতে হচ্ছে। অনেকটা চার চাকার গাড়ির অ্যালাইনমেন্ট নষ্ট হয়ে যাওয়ার মতো। আসলে মানুষের দুটি পা দুটি চাকা। এই দুটি চাকাই ছিল সভ্যতার প্রথম বাহক। হিউয়েং সাং এই দুটি চাকার উপর নির্ভর করে নালন্দা ইউনিভার্সিটিতে বৌদ্ধ শাস্ত্র পড়তে এসেছিলেন। যাইহোক, এই অ্যালাইনমেন্ট নষ্ট হয়ে যাওয়ার দরুন আমি একটা বিশেষ কোম্পানির জুতো ব্যবহার করি। বিলাসিতা করবার জন্য আমি পড়ি না। এই জুতো পরি নিজের প্রয়োজনে। ব্যাথা থেকে বাঁচবার আশায়। কলকাতায় গ্র্যান্ড হোটেলের নিচে যে বাটা শোরুম এখান থেকে একজোড়া জুতো কিনলাম। তিন মাস পর যখন সোল ফেটে চৌচির হয়ে গেল, মেইল করলাম কোম্পানিতে। তাদের নানান বাহানা। মনটা খারাপ হয়ে গেল। দু'মাস পরে কলকাতায় সেই বাটার শোরুমে জুতো নিয়ে হাজির হলাম। বাটার শোরুম আমাকে সোজা মোচির ঠিকানা বলে দিল। (শব্দটা মুচি না দ্য মোচি) কলকাতা পার্ক সার্কাস এলাকায় রিপেয়ারিং শপ। বুঝতে পারলাম জুতোর কোম্পানির সঙ্গে মোচির একটা টাই আপ আছে।আমার অনুগল্পের শুরু এখানেই। গুগল ম্যাপ পথচারীর বন্ধু। একরাশ বিরক্তি নিয়ে আমি হাজির হলাম দি মোচি প্রাইভেট লিমিটেডের অফিসে। হ্যাঁ। প্রাইভেট লিমিটেড। বড় রাস্তার ধারে, একটা গলি, গলির শেষ মাথায় দা মোচি। জুতো সারাইয়ের একটা কারখানাকে যে এইমাত্রায় তুলে আনা যায় এবং সেটা প্রাইভেট লিমিটেড, ভাবছিলাম। মুচি শব্দটাকে "দ্য মোচি" করে একটা ব্রান্ড নেম তৈরি করা। ঝাঁ চকচকে অফিস। সামনে কম্পিউটার নিয়ে একজন সেলসম্যান। জুতোটা উনি রিসিভ করলেন। একজন মধ্যবয়স্ক মুসলমান ব্যক্তি এসে হাজির। অভাগা জুতো জোড়ার অবস্থা দেখে বলেই ফেললেন, এরা কোয়ালিটিটাকে শেষ করে দিচ্ছে! বুঝতে পারলাম ইনিই মালিক। ১৫ দিন পর নিয়ে যাবেন। এই সোল পাওয়া যাবে না। তবে চেষ্টা করব। এই রিসিপ্টটা নিয়ে আসবেন। আমি বললাম, ১৫ দিন পর কোলকাতায় আসতে পারব কিনা জানি না! কুরিয়ার করার উপায় আছে? কোথায় থাকেন? কোচবিহার। কি বললেন? ভদ্রলোক যেন আঁতকে উঠলেন। মনে হলো কোচবিহারকে উনি চেনেন। মুখমণ্ডলে একটা অদ্ভুত ভাব। সেই ভাব বা ছবি আমার মনের ভিতরে গাঁথা আছে। ওটাকে শব্দ দিয়ে ঠিক প্রকাশ করা যায় না। বালাভূত চেনেন? উনি প্রশ্ন করলেন। অবশ্যই তুফানগঞ্জ থেকে বালাভূত অনেকবার গিয়েছি। বালাভূতের প্রসঙ্গটা হট করে উঠবে, তাও কলকাতা পার্ক সার্কাস এলাকায়, ব্যাপারটা কি রহস্যজনক নয়? বালাভূত একটা দ্বীপের মত। হঠাৎ কেন এই প্রসঙ্গ!!! কৌতূহল কি দমানো যায়? বালাভূতের সাথে আপনার কি সম্পর্ক? দোকানে ভিড় ছিল। উনি একটা কোনে আমাকে নিয়ে গেলেন। সত্যি বলছি, কৌতূহল একটা রোগ। অনেকটা ব্লাডপ্রেসার বেড়ে যাওয়ার মত!! এই যে দোকানটা দেখছেন, দা মোচি প্রাইভেট লিমিটেড, এটা আমার আব্বার তৈরি। আমার আব্বা উত্তরপ্রদেশ থেকে কোচবিহারে গিয়েছিলেন। কেন জানেন? রাজার শহর ছিল কুচবিহার। তিনি ভেবেছিলেন তার জীবিকা ওখানে খুঁজে পাবেন। অল্প বয়স। হাজির তো হলেন রাজার দেশে। কে নিয়ে গেল জানি না। শুন্য পকেটে রাজার রাজত্বে দুটো ভাত আর আশ্রয়ের আশায় দ্বারে দ্বারে ঘুরতে লাগলেন। কিভাবে বালাভূত গ্রামে আমার আব্বা গেলেন, তা বলতে পারব না। বা জানিও না। জানি, শুধু দাদিকে। আশ্রয় পেয়েছিলেন আমার আব্বা একজন ফেরেস্তার ঘরে। সেই ফেরেস্তা তার গর্ভের তিন ছেলের সাথে আমার আব্বাকেও বড় করে তুলেছিলেন। এবং তার জমিজমা চার ছেলের মধ্যে সমান বন্টন করে দিয়েছিলেন। মজার কথা হল, আব্বা তো মারা গেছেন অনেক আগে। আমার আব্বার সেই ভাইয়েরা, আমার চাচাজান, আমাকে চিঠি পাঠালো তুমি এসো এটা বুঝে নাও। আপনি গিয়েছিলেন? একবার। তারপর? আমাকে নিতে বাধ্য করলো। প্রোপার্টিটা কি বিক্রি করে দিলেন? না। ওটা আছে। আপনার তো চাচা। তাদের সাথে সম্পর্ক আছে? আছে বই কি? তারা আমার বাড়িতে নিয়মিত আসেন। আবারো বলছি, কলকাতা পার্ক সার্কাস এলাকায় বালাভূতের এই কাহিনী আমাকে শুনতে হবে তাও জুতো রিপেয়ারিং করবার জন্য কল্পনাও করতে পারিনি। মিস্টার চক্রবর্তী, আমরা কি হারিয়েছি বলতে পারেন? অতীত। আমি বিজ্ঞের মতো বললাম। না। **We have lost trust.**

দ্য মোচি প্রাইভেট লিমিটেডের কর্ণধার আমাকে বললেন, আগের দিনে মানুষ মানুষকে বিশ্বাস করত। তাইতো আমার আব্বা বালাভূতে তার আরেক আম্মাকে খুঁজে পেয়েছিলেন। আপনি হিন্দু আমি মুসলিম। কি পার্থক্য আছে বলুন তো? আমাদের মধ্যে যেটা ভ্যানিশ হয়ে গিয়েছে সেটা ট্রাস্ট। আপনিও আমাকে বিশ্বাস করেন না, আমিও করি না। অথচ একটাই দেশ। হিন্দুস্তান। আমার এই গলি রাস্তায় যদি অপরিচিত কাউকে দেখি পুলিশকে জানাই। আমরা একে অপরকে সন্দেহ করি। আল্লাহকে ধন্যবাদ জানাই তিনি আমার আব্বাকে রাজার রাজত্বে স্থান দিয়েছিলেন। প্রার্থনা করি সেই ট্রাস্ট ফিরে আসুক। ******* বায়োলজি বা আনথ্রোপোলজি কি বলে বলুক। এরা বকবক করবেই, নিজস্ব তথ্য নিয়ে। আমি সরে আসি, এই কূটকাচালি থেকে। খালি, দ্য মোচির সেই মুসলিম কর্নধারের কথাটা কানে বাজে। **We have lost trust.**

উদয়নকে হুমকি চিঠি কেএলও'র

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: দশ দিনের মধ্যে পাঁচ কোটি টাকা চেয়ে রাজ্যের উত্তরবঙ্গউন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহকে চিঠি দিয়েছে কামতাপুর লিবারেশন অর্গানাইজেশন (কেএন)। বুধবার সকালে এমনই দাবি করেন উদয়ন। তিনি জানান, হোয়াটস অ্যাপে তাঁকে ওই চিঠি দেওয়া হয়। যে ফোন নম্বর থেকে ওই চিঠি এসেছে, তা 'আর্মি কোচ' নামে একজনের। ইতিমধ্যে বিষয়টি তিনি কোচবিহারের পুলিশ সুপারকে জানিয়েছেন। কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য বলেন, "এর আগেও ওই সংগঠনের বিরুদ্ধে দুটি অভিযোগ দায়ের হয়েছে। দু'জন গ্রেফতারও হয়েছে। এই ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।" এদিন সকালে সমাজমাধ্যমে উদয়ন নিজেই ওই চিঠি পোস্ট করেন। সেখানে তিনি লিখেছেন, "সকালে ঘুম থেকে উঠেই পেলাম হালখাতার চিঠি। কোনও এক কোচ আর্মির অ্যাকাউন্ট থেকে একটি চিঠি হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে ওঁদের স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য দশ দিনের মধ্যে পাঁচ কোটি টাকা চাওয়া হয়েছে।" উদয়ন গুহকে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী হিসেবেই লেখা হয়েছে। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে, ১৯৯৩ সাল থেকে কেএলও আন্দোলন করছে। সেই আন্দোলনের জন্য দশ দিনের মধ্যে পাঁচ কোটি টাকা দেওয়ার অনুরোধ করা হয়েছে। উদয়ন বলেন, "আমি বিষয়টি পুলিশকে জানিয়েছি। লিখিতভাবে অভিযোগ জানাব। কারা কি উদ্দেশ্যে এমন করেছে তা আমার জানা নেই। রাজনৈতিক ভাবে চাপে রাখার জন্য এমন কৌশল নিতে পারে কেউ।

JAY AIE KAMATAPUR

KAMATAPUR LIBERATION ORGANISATION (KN)

Ref.No.MF/KLO-KN/R-330 Date.Apr/24/2024

To,
Mr. Udayan Guha
Minister of North Bengal Development of West Bengal.

Respected sir,

With due respect and humble submission I on behalf of Kamatapur Liberation Organisation[KN] would like to state/inform you that the KLO has been waging a war to liberate Kamatapur as well as the region since 1993.

Therefore you are requested to contribute/donate a sume of Rs. 5,00,00,000.00 in words (Rupees Five Crores) only towards the revolutionary/war fund of the organisation within 10(Ten) Days.

Thanking you with high expectations.

C.O.
Capt. Wangchu Koch
Kamatapur National Army.

COLLECTOR
Corp. Karang Koch
Kamatapur National Army

পুলিশের তদন্তে গোটা বিষয়টি স্পষ্ট হবে।" পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত কিছুদিন ধরে কেএলও (কেএন) নামে একটি সংগঠন সক্রিয় হয়ে উঠেছে। কোচবিহার ও অসমের একাধিক ব্যবসায়ীর কাছে চিঠি দিয়ে টাকার দাবি করে ওই সংগঠন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে সংগঠনের দুই সদস্যকে গ্রেফতারও করা হয়। ওই ব্যবসায়ীদের দেওয়া চিঠি এবং উদয়নকে দেওয়া চিঠির মধ্যে মিল রয়েছে। কিন্তু কোনও মন্ত্রীকে সরাসরি এর পিছনে ওই সংগঠন না অন্য কারহাত রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। গতবছর শান্তি আলোচনার জন্য মায়ানমারের জঙ্গল থেকে অসমে যান কেএলও জীবন সিংহ। তা নিয়ে কেএলও'র নিজেদের মধ্যে বিরোধ ছিল। সেই সময়ও কেএলও(কেএন) নামে ওই সংগঠন আত্মপ্রকাশ করে। তবে ওই সংগঠনের বিশেষ কোনও কার্যকলাপ এখনও পুলিশের চোখে পড়েনি। এই সময়ের মধ্যে অসম, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারের কিছু ব্যবসায়ীকে চিঠি দিয়ে টাকার দাবি করতে দেখা গিয়েছে ওই সংগঠনের। ইতিমধ্যে রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স ও জেলা পুলিশ মনোজিৎ বর্মণ এবং হরেকৃষ্ণ বর্মণকে গ্রেফতার করে। দু'জনেই বর্তমানে জেল হেফাজতে রয়েছে।

বিধ্বংসী আগুনে পুড়ল বাড়িঘর

নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদা: বিধ্বংসী আগুনের জেরে কুড়িটি দিনমজুরের পরিবারের বাড়িঘর সহ সমস্ত কিছু পুড়ে ছাই হয়ে গেল। ঘটনাটি ঘটেছে হরিশ্চন্দ্রপুর ২ ব্লকের ভালুকা অঞ্চলের হাতিছাপা মামুমোড় এলাকায়। ঘটনার জেরে বাড়িঘর, আসবাবপত্র থেকে শুরু করে সোনা-দানা এমনকি নগদ টাকা-পয়সা সব আগুনের পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। পরিবার নিয়ে এখন তারা নদী বাঁধের উপর আশ্রয় নিয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে এলাকায় পৌঁছেছে এলাকার জনপ্রতিনিধি এবং প্রশাসনিক প্রতিনিধিরা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে সকাল সাতটা নাগাদ এলাকার একটি বাড়ির রান্নাঘর থেকে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। নদী থেকে আসা বাতাসের জেরে নিমেষের মধ্যে সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে। সেই আগুনের প্রকোপে ওই এলাকার আরো কুড়িটি বাড়ি সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আগুনের প্রকোপ এতটাই বেশি ছিল যে ঘর থেকে আসবাবপত্র ও খাদ্যশস্য সহ প্রয়োজনীয় সামগ্রী পর্যন্ত বের করার সময় পর্যন্ত পাননি স্থানীয় অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তরা। এমনকি আগুন দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এলেও তারাও আগুন নিভাতে ব্যর্থ হন। খবর দেওয়া হয় তুলসিহাটা দমকলে। প্রায় দু'ঘন্টার প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে দমকল কর্মীরা। ততক্ষণে এলাকার প্রায় অধিকাংশ বাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। জানা গিয়েছে ওই গ্রামটির পরিবার শ্রমিকের কাজ করে। এলাকার অধিকাংশ পুরুষ-মহিলা ভিন রাজ্যে কাজ করে। তাদের নিজস্ব কোন জায়গা নেই। সরকারি জায়গায় কোনরকমে কাঁচা বাড়ি বানিয়ে তারা রয়েছেন। এই অগ্নিকাণ্ডের জেরে আনুমানিক ২০ থেকে ২৫ লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন মন্ত্রী তাজমুল হোসেন। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো যাতে অবিলম্বে সরকারি সাহায্য পান তার আশ্বাস দিয়েছেন মন্ত্রী তাজমুল হোসেন। খবর পেয়ে সরোজমিন ঘটনা খতিয়ে দেখতে এলাকায় ছুটে যান বিডিও তাপস পাল। তিনি জানান, অবিলম্বে ক্ষতিগ্রস্তদের সরকারি ত্রাণ তুলে দেওয়া হবে।

তীব্র গরমে ওড়না ভরসা। ছবি- ভজন সূত্রধর

মালদায় সভা করলেন মোদি

নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদা: বিজেপির মালদার উত্তর ও দক্ষিণ দুই প্রার্থী হয়ে প্রচারে এলেন প্রধান মন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পুরাতন মালদার সাহাপুর নিত্যানন্দপুর মাঠে নির্বাচনী জনসভা ১১টা নাগাদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জনসভায় এসে পৌঁছালেন। তাকে বিজেপির নেতা কর্মীরা মোদীকে বরণ করেন। প্রধানমন্ত্রীর আগমণকে ঘিরে বিজেপি নেতাকর্মী সহ সাধারণ মানুষজনের ভিড় উপচে পড়েছে মাঠ ছাড়াও রাস্তার দুই ধারে। সভাস্থলে ঘিরে জমজমাট হয়ে হয়ে উঠেছে বিভিন্ন খাবার দোকানে। সকলের চোখে মুখেই রয়েছে প্রধানমন্ত্রীকে খুব কাছ থেকে দেখার চরম আনন্দ, উচ্ছ্বাস, উদ্দীপনা। আজ চলছে ভোটের দ্বিতীয় দফার দিন আর এই দিনে মালদহে করা সভায় স্লোগান দেন এইবার জনগণ সমবেত স্বরে বলে মোদী সরকার। তারপর তিনি মঞ্চ থেকে বাম ও কংগ্রেস, তৃণমূলকে নিশানা করেন। বক্তব্য রাখতে গিয়ে অভিযোগ করে বলেন, বাংলায় কোন কাজ করতে হলে কমিশন ছাড়া কোন কাজ হয় না। মা-মাটি-মানুষের নামে ক্ষমতায় আসা তৃণমূল মহিলাদের মান-মর্যাদা নষ্ট করেছে। উন্নয়নের বদলে বাংলায় হাজার কোটি দুর্নীতি হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী অভিযোগ করেন যে বাংলা একটা সময় দেশের বলিদানে নেতৃত্ব দিয়েছে, সব ক্ষেত্রে বাংলা ছিল আগে, সেই বাংলা প্রথমে বামেদের শাসনে তারপর তৃণমূলের শাসনে পিছিয়ে পড়েছে। তৃণমূলের দুর্নীতির ফল ভুগছে জনগণ এসএসসির নিয়োগ দুর্নীতিতে হাইকোর্টের রায়ের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন ছাব্বিশ হাজার মানুষ রুটি-রুজি হারিয়েছে এই তৃণমূলের জন্য। তিনি আরো অভিযোগ করে বলেন, তৃণমূল যুব সমাজের উন্নয়নের সব রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে। তৃণমূল যুবকদের ভবিষ্যত নিয়ে খেলা করছে। কেন্দ্র থেকে যে টাকা পাঠায়, তা খেয়ে নেয় তৃণমূলের নেতারা। প্রধানমন্ত্রী মোদী মালদহের সভা থেকে একসঙ্গে বাম-কংগ্রেস-তৃণমূলকে আক্রমণ করেছেন। তিনি বলেছেন রাজ্যের উন্নয়নে প্রথমে বাম ও কংগ্রেসের পরে তৃণমূল বাঁধা দিয়েছে। মালদার দুই কেন্দ্রে তৃতীয় পর্যায়ে ৭ মে ভোট হতে চলেছে। মালদহ উত্তর এবং দক্ষিণ দুই কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী খগেন মুর্মু এবং শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরীর সমর্থনে সভা করেন।

মালিকদের হাতে মোবাইল ফিরিয়ে দিল কোচবিহার পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ফের বড় সাফল্য পেল কোচবিহার জেলা পুলিশ। শুক্রবার হারিয়ে যাওয়া ৮১ টি ফোন উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকের হাতে তুলে দিল কোচবিহার জেলা পুলিশ। এদিন সকাল এগারোটা নাগাদ কোচবিহার পুলিশ লাইনের কনফারেন্স হল থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে চুরি যাওয়া ও হারিয়ে যাওয়া ফোনগুলি উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকের হাতে তুলে দেয়। পাশাপাশি সাইবার ক্রাইম সম্বন্ধে সচেতনতামূলক আলোচনা করলেন পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ডিএসপি হেডকোয়ার্টার সহ পুলিশের অন্যান্য আধিকারিকরা। এদিন হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফিরে পেয়ে খুবই খুশি প্রকৃত মালিকেরা।

ডোবা থেকে কচ্ছপ উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: বৃহস্পতিবার সাত সকালে ডোবা থেকে কচ্ছপ (মোহন) উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো কোচবিহারে। ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহার খাগড়াবাড়ি সংলগ্ন উত্তরপাড়া এলাকায়। জানা যায় ডোবাতে মাছ মারতে যায় স্থানীয় এক বাসিন্দা। পড়ে স্থানীয় ওই বাসিন্দা মাছ মারতে গিয়ে চোখে পড়ে কচ্ছপটিকে। এরপর আসে পাশের স্থানীয়দের ডেকে আনে ওই ব্যক্তি। এরপরে আশেপাশের বাড়ির লোক এসে ডোবা থেকে কচ্ছপটিকে উদ্ধার করে। তারপর খবর দেওয়া হয় বন দফতরকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বনদপ্তরের কর্মীরা। এছাড়াও আসেন মোহন রক্ষা কমিটির সদস্যরা। বনদপ্তর সূত্রে জানা গেছে যে কচ্ছপটি উদ্ধার হয়েছে তা প্রায় কুড়ি কেজি ওজনের একটি পুরুষ কচ্ছপ। তবে কোথা থেকে এসেছে তা জানা যায়নি। এরপর বনদপ্তরের কর্মীরা কচ্ছপটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

বিজেপিকে কর্মীকে বন্দুকের বাট দিয়ে মারধরের অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: এক বিজেপি নেতাকে বন্দুকের বাট দিয়ে মাথায় আঘাত করার অভিযোগকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটে কোচবিহারের কোতয়ালি থানার ডাউয়াগুড়িতে। অভিযোগ, ডাউয়াগুড়ির অঞ্চল বিজেপির নেতা সুজিত দাসকে বাজারের কাছে আটক করে ব্যাপক মারধর করা হয়। লোহার রডের পাশাপাশি বন্দুকের বাট দিয়ে তাঁর মাথায় আঘাত করা হয় বলে অভিযোগ। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে কোচবিহারের একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়েছে। পাশাপাশি, সেখানে এক বিজেপি নেতার দোকান ভাঙচুরের অভিযোগও উঠেছে। বিজেপির দাবি, তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা ওই ঘটনার সঙ্গে জড়িত। তৃণমূল অবশ্য অভিযোগ অস্বীকার করেছে। ওই ঘটনা গভীর রাতে কোচবিহার কোতয়ালি থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়। কোচবিহারে এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, "ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।"

বিজেপির নাটাবাড়ি বিধানসভার আহ্বায়ক শুভাশিস চৌধুরী অভিযোগ, ভোটের দিন থেকেই কোচবিহার জেলার বিভিন্ন জায়গায় বিজেপি কর্মীদের উপরে হামলা শুরু করে রাজ্যের শাসক দল। তার মধ্যে ডাওয়াগুড়ি রয়েছে। ভোটের দিন ডাওয়াগুড়িতে বিজেপির বেশ কিছু ক্যাম্প অফিস ভেঙে দেওয়া হয়। বিজেপি কর্মীদের মারধর ও হুমকি দেওয়া হয়। তা নিয়ে প্রতিবাদে সরব হয়েছিলেন স্থানীয় বিজেপি কর্মী-নেতারা। তার মধ্যে সুজিত দাস ছিলেন। ভোটের দিনই বিকেলে বিজেপির কোচবিহার লোকসভা আসনের প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিক ডাউয়াগুড়ি যান। তিনিও ওই ঘটনার প্রতিবাদ করেন। নিশীথ সেখান থেকে ফিরে যাওয়ার পরে ফের গণ্ডগোল ছড়িয়ে পড়ে। শুভাশিস বলেন, "ওই এলাকায় তৃণমূলের কিছু নেতা-কর্মী আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। বিজেপির যারা তাদের অবৈধ কাজকর্মের প্রতিবাদ করছে তাদের উপরে হামলা করছে। সুজিত দাসের আঘাত খুব গুরুতর। পুলিশকে অভিযোগ জানানো হয়েছে।" তৃণমূল অবশ্য বিজেপির অভিযোগ মানতে নারাজ। তৃণমূলের দাবি, ভোটের দিন থেকে বিজেপি ওই এলাকায় অশান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করে। তৃণমূল নেতাদের নাম ধরে ধরে ব্যক্তিগত আক্রমণ করতে শুরু করে। তা নিয়ে তৃণমূল প্রতিবাদ করাতেই মিথ্যে অভিযোগ আনা হচ্ছে। তৃণমূলের মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায় বলেন, "একাধিক জায়গায় আমাদের কর্মীদের উপরেও হামলা হয়েছে। ডাউয়াগুড়িতেও একটি গণ্ডগোলের ঘটনা শুনেছি। কিন্তু সেখানে আমাদের কোনও কর্মী-সমর্থক জড়িত নয় বলেই জানি। আর যে কেউই অপরাধের সঙ্গে যুক্ত থাকবে আইন তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে।"

কোচবিহার পৌরসভার উচ্ছেদ অভিযান

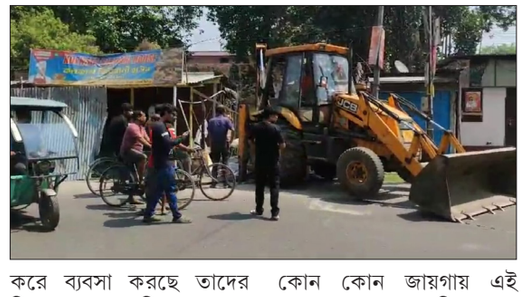

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: বুধবার সকালে কোচবিহার পৌরসভার উদ্যোগে শুরু হল উচ্ছেদ অভিযান। এদিন সকালে দুটি নির্মীয়মান কংক্রিটের দোকান জেসিবি দিয়ে ভেঙ্গে দিল কোচবিহার পৌরসভার পৌর কর্মীরা। পৌরসভা সূত্র জানানো হয় কোচবিহার ঐতিহ্যবাহী রাসমেলা মাঠ সংলগ্ন এলাকায় হাইড্রেনের ওপর দুটি কংক্রিটের দোকান নির্মাণ হচ্ছিল। বারবার তাদের নোটিশ দিয়ে সতর্ক করার পরেও তারা কোন কথা শোনেনি। তাই আজ অর্থাৎ বুধবার কোচবিহার পৌরসভার উদ্যোগে ওই বেআইনি কংক্রিটের নির্মীয়মান দোকান ভেঙ্গে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় কোচবিহার পৌরসভা। এদিন পৌরসভার সূত্রে আরো জানা যায় যে যারা নিকাশি নালার ওপর বা হাইড্রেনের ওপর দোকান ঘর করে ব্যবসা করছে তাদের নিজেদের দোকান নিজেদের তুলে নিতে হবে। তা না হলে পৌরসভা বাধ্য হবে সেই দোকানগুলোকে ভেঙ্গে দিতে। কারণ হাইড্রেনের ওপর ও নিকাশী নালার উপর দোকান ঘর হলে ড্রেন পরিষ্কার করতে খুবই অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় পৌরসভার কর্তব্যরত পৌর কর্মীদের। এতে যেমন পৌরসভার পৌরকর্মীদের ভোগান্তি, তাছাড়াও সাধারণ মানুষেরও ভোগান্তি। এছাড়াও কোন কোন জায়গায় এই দোকানগুলোর জন্য পরিষ্কার করা সম্ভব হয় না। এতে নিকাশী নালার ব্যবস্থা অচল হয়ে পড়ে। কাজেই সেখান থেকে নোংরা জমে থেকে জীবাণু ছড়াতে পারে। তেমনই অল্প বৃষ্টিতে জল জমে সেই নোংরা আবর্জনা রাস্তায় উঠে আসতে পারে। তাই কোচবিহার পৌরসভা সিদ্ধান্ত নিয়েছে কোনরকম নিকাশী নালা বা হাইড্রেনের ওপর কোনরকম দোকানপাট করা যাবে না।

ভারতের ১৮টি আইন স্কুলে ভর্তির জন্য এলএসএটি –ইন্ডিয়া™ ২০২৪-এর রেজিস্ট্রেশন উইন্ডো ২ মে পর্যন্ত খোলা আছে

কলকাতা: এলএসএটি –ইন্ডিয়া™ এর মে মাসের রেজিস্ট্রেশন উইন্ডো এখন খোলা আছে এবং ২ মে ২০২৪ পর্যন্ত রেজিস্ট্রেশন গ্রহণ করা হবে। বিশ্বের শীর্ষস্থ আইন স্কুল প্রবেশিকা পরীক্ষা বিশেষজ্ঞ ল' স্কুল অ্যাডমিশন কাউন্সিল (এলএসএসি) দ্বারা পরিকল্পিত এবং পিয়ারসন ভিউ (Pearson VUE) দ্বারা পরিচালিত, এলএসএটি –ইন্ডিয়া™ হল আইন অধ্যয়নে আগ্রহী প্রার্থীদের জন্য এক অগ্রণী প্রবেশিকা পরীক্ষা যা প্রার্থীদের ভারত জুড়ে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানগুলিতে তাদের স্থান নিশ্চিত করতে সাহায্য করে।

পরীক্ষা ১৬ – ১৯ মে ২০২৪ পর্যন্ত একাধিক স্লটে নেওয়া হবে। সম্ভাব্য প্রার্থীরা রেজিস্ট্রেশন এবং তাদের পরীক্ষার সময় নির্ধারণের জন্য www.lsatindia.in সাইটটিতে যান। সফল জানুয়ারি ২০২৪ রেজিস্ট্রেশন ও পরীক্ষার উইন্ডোর পর জিনডাল গ্লোবাল ল স্কুল (জেজিএলএস)-এর ভাইস ডিন এবং ওপ জিনডাল গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি (জেজিইউ)-এর আইন ভর্তি বিভাগের পরিচালক অধ্যাপক আনন্দ প্রকাশ মিশ্র, দেশের প্রতিটি আইন অধ্যয়নে ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীর জন্য মে ২০২৪ এলএসএটি –ইন্ডিয়া™ পরীক্ষা বাধ্যতামূলক বলে মনে করেন। "ভারতের আইন অধ্যয়নে ইচ্ছুক কোনো ছাত্রছাত্রীরই এলএসএটি – ইন্ডিয়া™ পরীক্ষা এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয় কারণ এটি দেশের আইন অধ্যয়নে ভর্তির ক্ষেত্রে সবচেয়ে সুবিবেচিত এবং বিজ্ঞানভিত্তিক যোগ্যতা যাচাই পরীক্ষা। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং অস্ট্রেলিয়ার প্রায় সব আইন স্কুলেই আইন বিভাগে ভর্তির ক্ষেত্রে এলএসএটি স্কোর ব্যবহার করা হয়। ২০০৯ সালে ভারতের আইন স্কুলগুলির জন্য তৈরি করা এলএসএটি – ইন্ডিয়া™ পরীক্ষাটি আমরা জিন্ডাল গ্লোবাল ল স্কুলে ব্যবহার করে থাকি," –বললেন অধ্যাপক মিশ্র।

বিআইটিএস ল স্কুলের ভর্তি ও প্রচার প্রধান দিপু কৃষ্ণা এলএসএটি –ইন্ডিয়া™ পরীক্ষার গুরুত্বের কথা স্বীকার করে বলেছেন, "এলএসএটি –ইন্ডিয়া™ পরীক্ষাটি মুখস্ত বিদ্যার পরিবর্তে গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাধারা, যৌক্তিক অনুমান এবং বিশ্লেষণ দক্ষতা মাপার জন্য অত্যন্ত সাবধানতার তৈরি করা হয়েছে। আইন বিষয়ে পড়ালেখা ও পেশাদার জীবনে সফল হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা যে সম্ভাব্য আইন শিক্ষার্থীদের রয়েছে তা এই পদ্ধতিটি নিশ্চিত করে।"

প্রাকৃতিক খাওয়ারের উপকারিতা

কলকাতা: ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করতে এবং সুস্থ থাকার জন্য একটি স্বাস্থ্যকর ও সুষম ডায়েট বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই প্রতিদিনের খাবারে বাদাম, সিজেনাল ফ্রুইটস এবং শাকসবজির মতো প্রাকৃতিক খাবার যোগ করা শরীরকে অসুস্থতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে প্রয়োজনীয় পুষ্টি যোগায়। চারটি প্রাকৃতিক খাবার যা ইমিউনিটি ইম্প্রুভ করতে পারে এবং অসুস্থতাকে হ্রাস করতে সাহায্য করতে পারে তার মধ্যে রয়েছে বাদাম, সাইট্রাস ফল, রসুন, এবং সবুজ শাক-সব্জি। বাদামে রয়েছে ভিটামিন ই, জিঙ্ক, ফোলেট এবং আয়রন সমৃদ্ধ, যা ইমিউন সিস্টেমের জন্য প্রয়োজনীয়। সাইট্রাস ফল, যেমন কমলা, লেবু, মুসাম্বি এবং জাম্বুরা, ভিটামিন সি সমৃদ্ধ, যা শ্বেত রক্তকণিকা উৎপাদন এবং সংক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। রসুন, তার অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল বৈশিষ্ট্যের জন্য পরিচিত, স্বাদ এবং স্বাস্থ্যের জন্য তরকারি, স্যুপ, স্টির-ফ্রাই এবং বিভিন্ন সসগুলিতে এটি যোগ করা যেতে পারে। পালং শাক, ঝোল পাতা, আমড়া পাতা এবং পুদিনার মতো শাক-সবজিতে ভিটামিন এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আপনাদের প্রতিদিনের ডায়েটে শাক-সব্জী যোগ করলে, আপনার খাওয়ারে পুষ্টিকর এবং সুস্বাদু বৃদ্ধি প্রদান করতে পারে।

এনএসই-এর নিফটি নেক্সট ৫০ ইনডেক্সে ডেরিভেটিভ প্রবর্তন

শিলিগুড়ি: ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লেনদেন চুক্তির ভিত্তিতে ২০২৪ সালে বিশ্বের এক নম্বর ডেরিভেটিভ এক্সচেঞ্জ, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি) থেকে নিফটি নেক্সট ৫০ ইনডেক্সে ডেরিভেটিভের জন্য অনুমোদন পেয়েছে, যা ২০২৪-এর ২৪ এপ্রিল থেকে কার্যকর হবে। এক্সচেঞ্জ ৩টি সিরিয়াল মান্থলি ইনডেক্স ফিউচার এবং ইনডেক্স অপশন কন্ট্রাক্ট সাইকেল অফার করবে। নিফটি নেক্সট ৫০ ইনডেক্স নিফটি ১০০ থেকে নিফটি ৫০ কোম্পানি বাদ দিয়ে ৫০টি কোম্পানির প্রতিনিধিত্ব করে। মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত, ইনডেক্সে ২৩.৭৬% সহ আর্থিক পরিষেবা সেক্টরে থেকে শীর্ষ সেক্টরের প্রতিনিধিত্ব ছিল, তারপরে ১১.৯১% সহ ক্যাপিটাল গুডস সেক্টর এবং ১১.৫৭% সহ গ্রাহক পরিষেবা। ইনডেক্সটি ১ জানুয়ারী, ১৯৯৭-এ প্রবর্তিত হয়েছিল। বছরের পর বছর ধরে, ইনডেক্স পদ্ধতি সংশোধন করা হয়েছে। ইনডেক্স গণনা পদ্ধতিটি ২০০৯ সালে ৪ই মে, থেকে ফ্রি ফ্লোট মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন ওয়েটেড পদ্ধতিতে সংশোধিত হয়েছিল।

ইনডেক্সের উপাদানগুলির মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন ৭০ ট্রিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে যা NSE-তে তালিকাভুক্ত স্টকগুলির মূলধনের প্রায় ১৮% প্রতিনিধিত্ব করে। ইনডেক্সের উপাদানগুলির দৈনিক গড় টার্নওভার ৯,৫৬০ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে যা এফওয়াই২৪-এ নগদ বাজারের টার্নওভারের প্রায় ১২%। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, এক্সচেঞ্জ জানুয়ারী ২০২২-এ নিফটি মিডক্যাপ সিলেক্ট ইনডেক্স এবং ২০২০ সালের জানুয়ারিতে ইক্যুইটি ডেরিভেটিভ সেগমেন্টে নিফটি ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস ইনডেক্সে ডেরিভেটিভ এবং কমোডিটি ডেরিভেটিভসে একাধিক প্রোডাক্ট প্রবর্তন করেছিল।

অনুষ্ঠানে, এনএসই-এর চিফ বিজনেস ডেভেলপমেন্ট অফিসার, শ্রীরাম কৃষ্ণান, জানিয়েছেন, "নিফটি নেক্সট ৫০ ইনডেক্স শীর্ষ বড় এবং লিকুইড স্টক সমন্বিত নিফটি মিডক্যাপ সিলেক্ট ইনডেক্সের মধ্যে স্থান তৈরি করবে"।

আইসিআইসিআই ব্যঙ্কের অনলাইন ও অফলাইন একাধিক স্পেশাল পরিষেবা, খুশি প্রবীণরা

শিলিগুড়ি: আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক পশ্চিমবঙ্গে তার প্রবীণ নাগরিক গ্রাহকদের জন্য আরও সুবিধাজনক ব্যাঙ্কিং পরিষেবা আনতে বিভিন্ন উদ্যোগের কথা ঘোষণা করেছে। এই কর্মসূচির অংশ হিসাবে, ব্যাঙ্ক রাজ্যের সমস্ত শাখায় প্রবীণ নাগরিকদের পরিষেবার জন্য নিবেদিত রিলেশনশিপ ম্যানেজারদের জন্য আলাদা ডেস্কের ব্যবস্থা করেছে। ডেস্কগুলি প্রবীণ নাগরিকদের ফর্ম 15H, জীবন শংসাপত্র, স্থায়ী আমানত এবং সুদের শংসাপত্র দেওয়ার পাশাপাশি প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী ব্যক্তিগত সহায়তা দেবে। যদি প্রবীণ নাগরিকরা বাড়ি থেকে এই পরিষেবা পেতে চান, তবে তাঁরা ব্যাংকের রিটেইল ব্যাঙ্কিং অ্যাপ্লিকেশন, iMobile Pay-তে ডিজিটালিও তা করতে পারেন।

এই উদ্যোগগুলির প্রচারের জন্য, ব্যাঙ্ক পশ্চিমবঙ্গের দুই বিখ্যাত অভিনেতা প্রসেনজিৎ চ্যাটার্জি এবং সব্যসাচী চক্রবর্তীকে নিয়ে 'মনের মতন ব্যাঙ্কিং' শিরোনামে একটি বিজ্ঞাপন চালু করেছে। প্রচারটি জনপ্রিয় বাংলা সংবাদ এবং বিনোদন চ্যানেলগুলিতে সম্প্রচারিত হয় এবং রাজ্যের প্রিমিয়াম স্থানে আউটডোর বিজ্ঞাপন হিসেবেও রাখা হয়।

আরও, আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের লক্ষ্য 'তারার খোঁজে' চালুর মাধ্যমে রাজ্যের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য উদযাপন করা, যা পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা এবং ৫০ বছরের বেশি বয়সী অনাবাসী ভারতীয়দের প্রতিভা অনুসন্ধান করবে। এই উদ্যোগটি রাজ্যের প্রবীণ নাগরিকদের পরিষেবা দেওয়ার জন্য ব্যাঙ্কের সামগ্রিক ফোকাসের একটি অংশ। প্রতিভা অনুসন্ধানে নাচ, গান, কবিতা আবৃত্তি, বাদ্যযন্ত্র বাজানো, স্ট্যান্ড আপ কমেডি এবং ফটোগ্রাফি সহ বিভিন্ন বিভাগ থাকবে। আগ্রহী অংশগ্রহণকারীরা ট্যালেন্ট সার্চের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট www.tararkhonje.com -এ তাদের নাম জমা করতে পারেন।

মহিলাদের জন্য অভিনব কালেকশন নিয়ে হাজির লেভিস ব্র্যান্ড

কলকাতা: গ্রীষ্মকাল আসার সাথে সাথেই লেভিস-এর নতুন ফিট কালেকশনও চলে এসেছে। প্রায় ১৫টি ফিট থেকে বেছে নিতে হবে - রেট্রো- ইন্সপায়ার্ড ফ্লেয়ার, লেইড-ব্যাক লুজ, এবং টাইমলেস ক্লাসিক স্ট্রেইট, যেখানে প্রত্যেকের জন্যই কিছু না কিছু রয়েছে, যা বিভিন্ন মুড, স্টাইল এবং অকেশনের অপর বেস করে তৈরি। "নিউ ফিটস, ইনফিনিট পসিবিলিটিস" ব্র্যান্ডের প্রচারাভিযানটিতে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর এবং ফ্যাশন আইকন দীপিকা পাড়ুকোনকে সাম্প্রতিক ফিটগুলিতে দেখা গিয়েছে।

তাপমাত্রা বাড়ার সাথে সাথে লুজ ফিটসকে বেছে নিন যা আপনাকে আরাম প্রদান করার পাশাপাশি অনায়াসে ৯০ এর দশকের স্টাইলকে অনুপ্রাণিত করে। আপনি লো-ওয়েস্ট কিংবা হাই-ওয়েস্ট পছন্দ করুন না কেন লেভিস আপনার পছন্দকে কভার করবে, যা ওয়াইড, স্ট্রেইট লেগ সহ লো লুজ চ্যানেল ওয়াই২কে ভাইবস প্রদান করে। হাই লুজ হল ড্রিম যা তৈরি করা হয়, ফ্লাটারিং পেয়ার লুজ জিন্সের সাথে। '৯০ এর দশকে '৯৪ ব্যাগি এবং '৯৪ ব্যাগি ওয়াইড লেগ-এর একটি ইজি ব্যাগি সিলুয়েট সহ ডবল ডোজ পেয়ে যাবেন। ওয়েজি স্ট্রেইট হল ভিনটেজ ইন্সপায়ার্ড আলট্রা-ফ্লাটারিং, জিন্সের জোড়া। রিবকেজ স্ট্রেইট অ্যাঙ্কেল তার স্ট্রেইট লেগের সাথে গ্রীষ্মের জন্য তৈরি অ্যাঙ্কেল ক্রপ স্নিকার্সের একটি দুর্দান্ত জুড়ি নিয়ে এসেছে। মম জিন্স হাই-ওয়েস্ট আরামদায়ক সিলুয়েট, এবং একটি টেপারড লেগ যা মম জিন্সকে আরও উন্নত করবে। লেভিস ফ্লেয়ারড জিন্স রেঞ্জের সাথে একটি ড্রামাটিক টার্ন নিয়েছে। আমাদের রিবকেজ ফ্যামিলি সত্যিই এটিকে দ্যা রিবকেজ ক্রপড বুট, রিবকেজ ওয়াইড লেগ এবং নতুন সংযোজন সহ নিয়ে এসেছে।

এই বিষয়ে এলএসএন্ডকো দক্ষিণ এশিয়া, মিডল ইস্ট আফ্রিকার ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং এসভিপি আমিশা জৈন জানিয়েছেন, "লেভিস সর্বদা মহিলাদের জিন্সে অগ্রগামী, গুণমান এবং ফ্যাশনকে মিলিত করেছে। দীপিকা পাড়ুকোন আমাদের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে প্রচারণার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন, যে আপনি কীভাবে ডেনিমে নিজেকে প্রকাশ করতে পারেন।"

ভারতীয় বাজারে আসতে চলেছে টয়োটা-এর নতুন ফরচুনার লিডার এডিশন

শিলিগুড়ি/কলকাতা: ভারতীয় বাজারে টয়োটা কির্লোস্কর মোটর তার এক্সক্লুসিভ ফরচুনার লিডার এডিশন লঞ্চ করার ঘোষণা করেছে। এর উন্নত ফিচারগুলির উপর ভিত্তি করে, ফরচুনার লিডার এডিশন আরও নতুন নতুন ফিচার সহ স্বতন্ত্র ডিজাইনের সাথে তৈরি। ফরচুনার লিডার এডিশন তার কমান্ডিং উপস্থিতির থেকে আলাদা, যা বিভিন্ন স্টাইলের সাথে তৈরি। ডাইনামিক ফ্রন্ট এন্ড ব্যাক বাম্পার স্পয়লার যুক্ত, এই গাড়িটি বোল্ডনেস এন্ড সফিস্টিকেশনের রূপ প্রকাশ।

ফরচুনার লিডার এডিশন-এর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এর ডুয়াল-টোন এক্সটারিয়র, যা 'কালো, সাদা এবং স্বচ্ছ' প্যালেটে উপলব্ধ। ইন্টেরিয়রটি ডুয়াল-টোন সিট রয়েছে যা গ্রাহকদের অতুলনীয় আরাম সহ ড্রাইভিং অভিজ্ঞতাকে আরও উন্নত করে। নিখুঁত স্টাইলিং ছাড়াও ফরচুনার লিডার এডিশন সুবিধা, নিরাপত্তা এবং কানেক্টিভিটি উন্নত করার লক্ষ্যে তৈরি। একটি ওয়্যারলেস চার্জার এবং টিএমপিএস (টায়ার প্রেসার মনিটরিং সিস্টেম) থেকে অটো-ফোল্ডিং মিরর, বোল্ড এবং রাগড কালো অ্যালয় হুইল যুক্ত এই গাড়িটি গ্রাহকদের বিভিন্ন চাহিদা পূরণ করে।

ফরচুনার লিডার এডিশন লঞ্চ-এর বিষয়ে টয়োটা কির্লোস্কর মোটর-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট, সেলস-সার্ভিস-ইউজড কার বিজনেস, সবরী মনোহর জানিয়েছেন, "আমাদের গ্রাহকরা আমাদের ফার্স্ট প্রায়োরিটি। গ্রাহকদের উন্নত ফিচার এবং ড্রাইভিং অভিজ্ঞতার জন্য তাদের আকাঙ্ক্ষাকে পূরণ করাই আমাদের নিরলস সাধনা। ফরচুনার লিডার এডিশন হল টয়োটার দৃঢ় প্রতিশ্রুতির একটি প্রমাণ যা সর্বোত্তম-শ্রেণীর সুবিধাগুলি প্রদান করে।"

ভোট সচেতনতায় বাঙ্গুর সিমেন্টের নতুন পদক্ষেপ

শিলিগুড়ি: নাগরিকদের ভোটাধিকার সম্পর্কে সচেতন করতে 'ভোট সলিড, দেশ সলিড' শিরোনামে একটি মাল্টিমিডিয়া প্রচারাভিযান লঞ্চ করেছে বাঙ্গুর সিমেন্ট। এই প্রচারভিযানটি বলিউড তারকা সানি দেওল সমন্বিত একটি পূর্ববর্তী ব্র্যান্ড লঞ্চের একটি সিক্যুয়াল, যা নাগরিকদের তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ দ্বারা সমাজকে শক্তিশালী করে তোলার প্রতি জোর দিয়েছে। 'ভোট সলিড, দেশ সলিড'-এর বার্তার সাথে বাঙ্গুর সিমেন্ট বাড়িকে মজবুত রাখার প্রতিশ্রুতিকে মজবুত করেছে। বাঙ্গুর সিমেন্ট তার ওয়েবসাইটে "ভোট কা বচন" বোতামের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার অঙ্গীকার করতে নাগরিকদের উত্সাহিত করছে। ব্র্যান্ডটি প্রতি ভোটের প্রতিশ্রুতির জন্য ১ কেজি সিমেন্ট দান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, যা সামাজিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হবে। বাঙ্গুর সিমেন্ট এই প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে এনজিও এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির সাথে সহযোগিতা করছে। প্রচারণার সম্পর্কে মন্তব্য করে শ্রী সিমেন্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নীরজ আখৌরী বলছেন, "বাঙ্গুর সিমেন্টের 'ভোট সলিড দেশ সলিড' প্রচারাভিযান এবং 'ভোট কা বচন' অঙ্গীকার তাদের ব্র্যান্ড, প্রোডাক্ট এবং নেটওয়ার্কের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি সহ একটি প্রগতিশীল দেশ গড়ার প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করেছে।" প্রচারাভিযানটি দেখতে এই লিঙ্ক- ক্লিক করুন:

https://www.youtube.com playlist? list=PL3UlNr - cQ3g6DEzrReGiJCcoIeET9PUmo

প্যারিসে আসন্ন অলিম্পিক এবং প্যারালিম্পিক গেমস-এর ভুমিকা

কলকাতা: টয়োটা মোটর কর্পোরেশন (টয়োটা) "স্টার্ট ইওর ইম্পসিবল" (এসওয়াইআই) গ্লোবাল মার্কেটিং ক্যাম্পেইনের পরবর্তী অধ্যায় চালু করেছে, যা ২০২৪-এর প্যারিসে আয়োজিত আসন্ন অলিম্পিক এবং প্যারালিম্পিক গেমস-এ বিশেষ উত্তেজনা জাগিয়েছে। বিশ্বব্যাপী প্রচারাভিযান স্থানীয় সম্প্রদায়ের শক্তি প্রদর্শন করে এবং টয়োটার বিশ্বাসের উপর জোর দেয়, যে কোনো যাত্রাই একা করা সম্ভব নয়।

এশিয়াতে, টয়োটার প্রথম গ্লোবাল কর্পোরেট উদ্যোগ "স্টার্ট ইওর ইম্পসিবল"-এ ভারত, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, নেপাল, পাকিস্তান, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড এবং ভিয়েতনামের ১১ জন ক্রীড়াবিদদের সাথে পার্টনারশিপ করেছে। এই ক্রীড়াবিদরা অলিম্পিক এবং প্যারালিম্পিক গেমস প্যারিস ২০২৪-এ অংশগ্রহণ করতে প্রস্তুত। এই ১১ জন ক্রীড়াবিদ বিশ্বজুড়ে অলিম্পিক এবং প্যারালিম্পিক গেমস প্যারিস ২০২৪-এ ২০০ টিরও বেশি গ্লোবাল টিম টয়োটা অ্যাথলেট (জিটিটিএ) এর সাথে যোগ দেবেন।

১১ টিম টয়োটা এশিয়া অ্যাথলেটের মধ্যে রয়েছে, ভারতের মুরালি শ্রীশঙ্কর, অ্যাথলেটিক্স, ইন্দোনেশিয়ার নি নেঙ্গাহ উইদিয়াসিহ, প্যারা পাওয়ারলিফটিং, মালয়েশিয়ার আব্দুল লতিফ রমলি, লং জাম্প – প্যারা অ্যাথলেটিক্স, নেপালের নবিতা শ্রেষ্ঠা – টেবিল টেনিস, পাকিস্তানের আরশাদ নাদিম – অ্যাথলেটিক্স, ফিলিপাইনের কার্লোস ইউলো, আর্টিস্টিক জিমন্যাস্টিকস, ফিলিপাইনের আর্নি গাভিলান, প্যারা সুইমিং, সিঙ্গাপুরের তোহ ওয়েই সুং, প্যারা সুইমিং, থাইল্যান্ডের কুনভালুট ভিটিডসর্ন, ব্যাডমিন্টন, থাইল্যান্ডের পংসাকর্ন পায়ো, হুইলচেয়ার রেসিং – প্যারা অ্যাথলেটিক্স, ভিয়েতনামের লে ভ্যান কং, প্যারা পাওয়ারলিফটিং। বর্তমানে টয়োটা এশিয়ার ১১ টিমের মধ্যে ৮ জন ক্রীড়াবিদ ২০২৪-এ প্যারিসে অনুষ্ঠিত হওয়া অলিম্পিক এবং প্যারালিম্পিক গেমসে কোয়ালিফায়েড করেছে, অন্য ক্রীড়াবিদরা কোয়ালিফায়েড-এর জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। টয়োটা মোটর এশিয়া সিঙ্গাপুরের ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রেস্টন ট্যান জানিয়েছেন, "টয়োটা মোটর এশিয়া এর পক্ষ থেকে, আমরা রোমাঞ্চিত যে ২০২৪-এ ২০২৪-এ এশিয়া জুড়ে শীর্ষ ক্রীড়াবিদরা তাদের দেশের প্রতিনিধিত্ব করবে। এশিয়ার প্রতিটি গ্লোবাল টিম টয়োটা অ্যাথলিট কেবল একজন ট্রেলব্লেজারই নয় বরং একজন 'ডুয়াল হিরো'।"

ভারতে নতুন যুগের এআই টিভির ঘোষণা করেছে স্যামসাং

কলকাতা: বেঙ্গালুরুতে 'আনবক্স এবং ডিসকভার' ইভেন্টে স্যামসাং তার প্রিমিয়াম মানের নিও কিউলেড ৮কে, নিও কিউলেড ৪কে এবং ওলেড টিভি লঞ্চ করেছে। এই এআই-চালিত টিভিগুলি আধুনিক সমাধানগুলির সাথে বাড়ির বিনোদনকে আরও বাড়িয়ে তুলবে, যা একটি নতুন যুগের সূচনা করবে। স্যামসাং-এর নিও কিউলেড ৮কে টিভিতে এনকিউ৮ এআই জেন৩ প্রসেসর রয়েছে, যা স্বচ্ছতা, উন্নত শব্দ এবং স্মার্ট অভিজ্ঞতা প্রদান করে। এই প্রযুক্তিটি একটি দ্রুত এনপিইউ এবং নিউরাল নেটওয়ার্কে আট গুণ বৃদ্ধির বৈশিষ্ট্যের সাথে টিভি দেখার অসাধারণ গুণমান নিশ্চিত করে। ৪কে মডেলটি এনকিউ এআই জেন২ প্রসেসর দ্বারা চালিত এবং এতে রয়েছে রিয়েল ডেপথ এনহ্যান্সার প্রো এবং কোয়ান্টাম ম্যাট্রিক্স প্রযুক্তি।

ওলেড টিভিগুলি একই এনকিউ৪ এআই জেন২ প্রসেসর দ্বারা চালিত এবং রিয়াল ডেপথ এনহ্যান্সার এবং ওলেড এইচডিআর প্রো-এর মত বৈশিষ্ট্যগুলি অফার করে। স্যামসাং ক্লাউড গেমিং সার্ভিস, স্যামসাং এডুকেশন হাব, স্মার্ট যোগা, টিভি কী ক্লাউড পরিষেবা এবং স্যামসাং টিভি প্লাস সহ ভারতীয় গ্রাহকদের জন্য স্থানীয় স্মার্ট অভিজ্ঞতাগুলিও কিউরেট করেছে। টিভিগুলিকে একটি স্মার্ট ইকোসিস্টেমের সাথে সংযুক্ত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে এবং অ্যাপস এবং প্ল্যাটফর্মগুলির সাথে পার্সোনালাইজড অভিজ্ঞতা প্রদান করা হয়েছে। স্যামসাং তার টিভিগুলির জন্য প্রি-অর্ডারের অফার দিয়েছে, যেখানে গ্রাহকরা ৭৯৯৯০ টাকায় একটি বিনামূল্যের সাউন্ডবার, ৫৯৯৯০ মূল্যের ফ্রিস্টাইল এবং ২৯৯৯০ টাকার মিউজিক ফ্রেম পেতে পারবেন ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত ২০% পর্যন্ত ক্যাশব্যাকের সাথে। গ্রাহকরা ৮কে মডেলটি ৯,১৯৯৯০ টাকা, ৪কে মডেলের জন্য ১,৩৯৯৯০ এবং ওলেড মডেলটি ১,৬৪৯৯০ টাকা মূল্যে ক্রয় করতে পারবেন।

স্যামসাং দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার প্রেসিডেন্ট এবং সিইও জেবি পার্ক বলেছেন, "স্যামসাং তার নতুন টিভিগুলির রেঞ্জে এআইকে যোগ করে হোম এন্টারটেইনমেন্টে একীভূত করছে। কোম্পানি তার ২০২৪-এর রেঞ্জে নিও কিউলেড ৮কে, নিও কিউলেড ৪কে এবং ওলেড টিভিগুলির সাথে টিভি দেখার ভিজ্ঞতা প্রদান করছে, যা অ্যাক্সেসযোগ্যতা, স্থায়িত্ব এবং নিরাপত্তা বাড়াচ্ছে।"

আইবিপিএস পিও পরীক্ষায় আড্ডা২৪৭-এর সাফল্য

কলকাতা: ভারতের সবচেয়ে বড় ভের্নাকুলার লার্নিং প্ল্যাটফর্ম আড্ডা২৪৭, আইবিপিএস পিও পরীক্ষার প্রস্তুতিতে ১২০% বৃদ্ধি লক্ষ্য করেছে। কোম্পানি জানিয়েছে যে কলকাতা থেকেই ৬০০০ জনেরও বেশি পড়ুয়া ২০২৩-২৪ সালের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে, যার মধ্যে থেকে ১০০+ এরও বেশি পড়ুয়ারা সাফল্য অর্জন করেছে। আইবিপিএস প্রবেশনারি অফিসার (পিও) পরীক্ষা পাবলিক সেক্টর ব্যাঙ্কগুলিতে শূন্যপদ পূরণের জন্য একটি অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক দেশব্যাপী নিয়োগ ড্রাইভ যা ইনস্টিটিউট অফ ব্যাঙ্কিং পার্সোনেল সিলেকশন (IBPS) দ্বারা পরিচালিত হয়। এর আকর্ষণীয় বেতন প্যাকেজ, চাকরির নিরাপত্তা, এবং কর্মজীবন বৃদ্ধির সুযোগ তরুণ পেশাদারদের জন্য একটি জনপ্রিয় পছন্দ। আড্ডা২৪৭, শহর ও শহরতলি অঞ্চলের ১০০ মিলিয়নেরও বেশি পড়ুয়াদের অনলাইন শিক্ষা প্রদান করে, বর্তমানে এটি ১২টি আঞ্চলিক ভাষায় শিক্ষা প্রদান করছে। এখানে পড়ুয়াদের মক টেস্ট, আগের বছরের প্রশ্নপত্র সলভ এবং ভিডিও লেকচার সহ ব্যাপকভাবে প্রস্তুতি নিতে সাহায্য করা হয়। কোম্পানির অভিজ্ঞ ফ্যাকাল্টি এবং ইন্টারেক্টিভ সেশনগুলি উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যাঙ্কারদের জন্য কার্যকর কৌশল হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে। আড্ডা২৪৭ সমস্ত নির্বাচন প্রক্রিয়া জুড়ে তার পড়ুয়াদের সমর্থন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ফলাফল ঘোষণার পর শাখা বরাদ্দ, নথি যাচাইকরণ এবং প্রশিক্ষণ শুরু করা সহ সামনের চ্যালেঞ্জগুলির জন্য তাদেরকে ভালভাবে প্রস্তুত করাই কোম্পানির প্রধান উদ্দেশ্য। সাফল্যের বিষয়ে মন্তব্য করে, আড্ডা২৪৭-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং সিইও অনিল নগর বলেছেন, "আইবিপিএস পিও পরীক্ষা ২০২৩-২৪ পড়ুয়াদের কৃতিত্ব তাদের কঠোর পরিশ্রম, নিষ্ঠা এবং অধ্যবসায়ের প্রমাণ। আমাদের ইনস্টিটিউট তাদের যাত্রার পরবর্তী পর্বে তাদের পথনির্দেশ ও সমর্থন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।"

ডি' ডেকর ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর সুপারস্টার রণবীর সিং

কলকাতা: সফট ফার্নিশিং ফেব্রিকের নির্মাতা ডি' ডেকর, তার নতুন ব্র্যান্ড 'সংসার'-কে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সুপারস্টার রণবীর সিং-এর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। নতুন ব্র্যান্ডটি বাড়ির সাজসজ্জার ক্ষেত্রকে রূপান্তরিত করতে প্রস্তুত যা সচেতন জীবনযাপন, ন্যূনতমবাদ এবং স্থায়িত্বের দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপকে চিহ্নিত করে। রুচিশীলতাকে শিকড় করে 'সংসার', তার সংগ্রহে থাকা প্রতিটি শৈলী এবং স্থায়িত্ব উভয়ের প্রতি সচেতন প্রতিশ্রুতিকে প্রতিফলিত করে, যা মননশীল জীবনযাপনের জীবনধারাকে মূর্ত করে। ডি' ডেকর-এর বিজনেস হেড সঞ্জনা অরোরা, ব্র্যান্ডের উদ্ভাবনী পদ্ধতির বিষয়ে জানিয়েছেন, "সুপারস্টার রণবীর সিং-কে ডি' ডেকর পরিবারে যোগ করে 'সংসার'-এর এই যাত্রা শুরু করতে পেরে আমরা সম্মানিত। ডি' ডেকর বিশ্বজুড়ে সুন্দর সুন্দর বাড়ি সাজিয়ে চলেছে। 'সংসার' এবং রণবীর সিং-এর সাথে আমাদের সহযোগিতার মাধ্যমে, আমরা আধুনিক গ্রাহকদের কাছে এমন একটি পছন্দের জীবনধারা উপস্থাপন করে চলেছি; যেখান থেকে একজন যত্ন, বিবেচনা এবং সংযোগের প্রকাশ বেছে নিতে পারবে।"

সিআইএফডিএকিউ-এর সাথে ভারতে শুরু হচ্ছে গ্রাউন্ডব্রেকিং ব্লকচেইন ইকোসিস্টেম

কলকাতা: ব্লকচেইন ইকোসিস্টেমের বিবর্তন ঘটিয়ে ভারতে নতুন কার্যক্রম শুরু করার ঘোষণা করেছে সিআইএফডিএকিউ, এটি একটি আধুনিক যুগের ফিনটেক কোম্পানি। কোম্পানি বর্তমানে ব্লকচেইন লেয়ার ১, নেটিভ কয়েন, এক্সচেঞ্জ সার্ভিস, এমপিসি ওয়ালেট, ডিফাই (DeFi), এনএফটি, গেমিং এবং আরও অনেক কিছু জুড়ে উদ্ভাবনী সমাধান অফার করে। এর অনন্য সমাধানগুলি প্রথাগত কাঠামো এবং ব্লকচেইন প্রযুক্তির মধ্যে ব্যবধান দূর করে এবং ব্যবসাগুলিকে ওয়েব ৩.০ ল্যান্ডস্কেপে অগ্রগতি করতে সাহায্য করে। বর্তমানে সিআইএফডিএকিউ-এর দিল্লি, বেঙ্গালুরু এবং কলকাতায় অফিস রয়েছে। উপরন্তু, কোম্পানি স্বচ্ছতা, নিরাপত্তা, মাপযোগ্যতাকে প্রাধান্য দিয়ে অর্থনীতির সাথে সামঞ্জস্য করে। রাহুল মারাদিয়া, ওয়েব ৩.০ এবং ব্লকচেইন স্পেসের একজন প্রধান তরুণ উদ্যোক্তা। মাত্র ২০ বছর বয়স থেকে তিনি তার বাবা হিমাংশু মারাদিয়ার সাথে সিআইএফডিএকিউ-এর ধারণা তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছেন। ভারতে এই নতুন লঞ্চ সম্পর্কে মন্তব্য করে সিআইএফডিএকিউ-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং গ্লোবাল সিইও রাহুল মারাদিয়া জানিয়েছেন, "সিআইএফডিএকিউ-এর লক্ষ্য হল ব্যবসার ক্ষেত্রে উদ্ভাবনী সমাধান প্রদান করে, ডিজিটাল ফাইন্যান্সে নিরাপত্তা, দক্ষতা এবং অ্যাক্সেসযোগ্যতা বৃদ্ধি করা যা ব্যবসায়ীদের সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের জন্য পথ প্রশস্ত করে ব্লকচেইন ইকোসিস্টেমে বিপ্লব ঘটাবে।"

ইন্টারন্যাশনাল সংযোগকে উন্নত করতে চেন্নাই থেকে দুর্গাপুরে ইন্ডিগো-এর সরাসরি ফ্লাইট

দুর্গাপুর: ভারতের পছন্দের এয়ারলাইন ইন্ডিগো, চেন্নাই থেকে দুর্গাপুরের সরাসরি ফ্লাইটের ঘোষণা করেছে, যেই পরিষেবা ২০২৪-এর ১৬ মে থেকে শুরু হয়েছে এবং চেন্নাই-ব্যাংককের মধ্যে ১৫ মে থেকে আবার চালু হচ্ছে। এই সরাসরি রুটগুলি তামিলনাড়ুর রাজধানী শহর থেকে ডোমেস্টিক এন্ড ইন্টারন্যাশনাল সংযোগকে উন্নত করবে।

চেন্নাই থেকে ব্যাঙ্কক এবং দুর্গাপুরের সংযোগ ব্যবসায়িক এবং অবসর ভ্রমণকারীদের বর্ধিত ফ্লাইট বিকল্পের সাথে প্রদান করবে এবং এই অঞ্চলে অর্থনৈতিক বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করবে। চেন্নাইয়ের সাথে, ইন্ডিগো এখন দিল্লি, মুম্বাই, বেঙ্গালুরু এবং হায়দ্রাবাদ সহ দুর্গাপুর থেকে মেট্রো শহরে ২৮টি সাপ্তাহিক ফ্লাইট পরিচালনা করে। এই নতুন সংযোগটি দুর্গাপুর থেকে যাত্রীদের চেন্নাই হয়ে অন্যান্য ডোমেস্টিক এন্ড ইন্টারন্যাশনাল গন্তব্যে সংযোগ করার জন্য বিকল্প প্রদান করবে। ইন্ডিগোর গ্লোবাল সেলসের প্রধান বিনয় মালহোত্রা জানিয়েছেন, "আমরা চেন্নাই এবং দুর্গাপুরের মধ্যে সরাসরি ফ্লাইট চালু করার ঘোষণা করতে পেরে আনন্দিত, এই ফ্লাইটের মাধ্যমে ইন্ডিগো ভারতের ৭টি শহর থেকে থাইল্যান্ডে ৬৯টি সরাসরি ফ্লাইট পরিচালনা করে। আমরা একটি অতুলনীয় নেটওয়ার্ক জুড়ে সাশ্রয়ী মূল্যের, সময়মতো, বিনয়ী এবং ঝামেলামুক্ত ভ্রমণের অভিজ্ঞতার প্রদান করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।"

এক নজরে কোচবিহারে ভোটের দিন, খোঁজ নিলেন আমাদের প্রতিনিধিরা

(প্রথম পাতার পর)

ভেটাগুড়িতে উদয়ন

বেলা সাড়ে ১১টা নাগাদ দিনহাটার ভেটাগুড়িতে পৌঁছালেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেতা উদয়ন গুহ। এখানেই তৃণমূলের ব্লক সভাপতিকে মারধরের অভিযোগ ওঠে। উদয়ন অভিযোগ করেন, একাধিক মামলায় অভিযুক্তকে বিজেপি পোলিং এজেন্ট করেছে। পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না। এই অবস্থায় কেন্দ্রীয় বাহিনী ঘিরে নিয়েছে গোটা এলাকা।

তৃণমূল কর্মীদের লাঠিপেটা

কোচবিহারের শীতলকুচির ছোট শালবাড়ির ২৮৬ নম্বর বুথে তৃণমূল কর্মীদের লাঠিপেটা করার অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে। তৃণমূলের দাবি, বিজেপি কর্মীরা তৃণমূল কর্মীদের লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়ছে। জিরানপুরের ২১৭ নম্বর বুথেও তৃণমূল কর্মীদের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে। অভিযোগ অস্বীকার তৃণমূলে শীতলকুচির গোসাইহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের বড় ধাপেরচত্রা এলাকায় এক বিজেপি কর্মীকে মারধরের অভিযোগ আহত ওই বিজেপি কর্মীকে মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। জানা গেছে ওই বিজেপি কর্মীর নাম সুরেন্দ্র বর্মন। অভিযোগ এদিন তিনি বড় ধাপেরচত্রায় এলাকায় তিনি ২০১ নং বুথে ভোট দিতে যাচ্ছিলেন সেই সময় তৃণমূল কর্মীরা তাকে বাঁশ দিয়ে মারধর করে। যদিও তৃণমূল এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। আহত বিজেপি কর্মীকে মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।

ভোটারদের হুমকি

কোচবিহার উত্তর বিধানসভার ১৩ নম্বর বুথে মহিলা ভোটারদের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে। তৃণমূলের দাবি, মহিলা ভোটারদের ভোটদানে বাঁধা দিচ্ছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। কোচবিহারে নাটাবাড়ির ডাউয়াগুড়িতে তৃণমূলের বাইক বাহিনীর দৌরাত্ম্যের অভিযোগ। গ্রামে গ্রামে ঢুকে বিজেপির ভোটারদের ভয় দেখানো হচ্ছে। ভোটারদের বুথ কেন্দ্রে যেতে দেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ। তৃণমূল অভিযোগ অস্বীকার করেছে। তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের বারোকোদালি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ৯/২২৬, ২২৭ নম্বর বুথের ভোটারদের ভয় দেখানোর অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে। অভিযোগ পোলিং এজেন্ট ঢুকতে বাঁধা দেয়। এই ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। ঘটনাস্থলে যায় বক্সিরহাট থানার পুলিশ এবং তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের তৃণমূল সভাপতি চৈতী বর্মণ বড়ুয়া। পুলিশের উপস্থিতিতে পরে পোলিং এজেন্ট দিতে পারে তৃণমূল। বিজেপি অস্বীকার করে। সিতাই, শীতলকুচির চারটি বুথে দলের পোলিং এজেন্টদের বাইরে বের করে দেওয়ার অভিযোগ তুলল কংগ্রেস। কোচবিহার জেলা কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি রবীন রায় জানান, বিষয়টি নির্বাচন কমিশনে জানানহচ্ছে।

দিনহাটায় বোমাবাজি

দিনহাটার ভেটাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের খারিজা বালাডাঙ্গা গ্রামে তাজা বোমা উদ্ধার করা হয়। গ্রামের বাসিন্দারা জানান, বৃহস্পতিবার রাতে এলাকায় বেশ কয়েকটি বোমা ফেটেছে। এদিন সকালে পুলিশ এলাকা থেকে একটি বোমা উদ্ধার করলেও আরও একটি তাজা বোমা রাস্তার পাশেই পড়ে রয়েছে। ভোটকেন্দ্র থেকে অনেকটা দূরে হলেও রাস্তার পাশে তাজা বোমা উদ্ধার আতঙ্কিত আমরা।

ভোট দিলেন নিশীথ

ভোট দিলেন বিজেপির কোচবিহার লোকসভা

আসনের প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিক। এদিন বেলা সোয়া ১২ টা নাগাদ দিনহাটার ভেটাগুড়িতে চৌপথি হাইস্কুলে পৌঁছান। ভোট দেওয়ার পরে তিনি তৃণমূলের বিরুদ্ধে জেলা জুড়ে সন্ত্রাসের অভিযোগ তোলেন। নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়েও অসন্তোষ প্রকাশ করেন। ভোট দেওয়ার পরে দিনহাটার বুথে বুথে ঘুরছেন বিজেপির কোচবিহার লোকসভা আসনের প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিক। নিশীথ জানিয়েছেন, যে সব এলাকায় তৃণমূল ভোটারদের ভোট দিতে বাঁধা দিচ্ছে সেখানেই তিনি যাচ্ছেন। জেলার একাধিক বুথে তিনি যাবেন বলে জানিয়েছেন।

বিক্ষোভের মুখে উদয়ন

নিশীথ প্রামাণিকের গড়ে বিজেপির মহিলা কর্মীদের বিক্ষোভের মুখে পড়লেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। ঘটনাটি দিনহাটার ভেটাগুড়ির রুইয়েরকুঠির উত্তরপাড়া গ্রামে। এদিন সকালে একবার ওই বুথে গিয়েছিলেন উদয়ন। ফের দুপুরের পরে আবার ওই বুথে যান উদয়ন। সেই সময়ই বিজেপির মহিলারা উদয়নকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। তাঁরা অভিযোগ করেন, উদয়ন ওই বুথে অশান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করছেন। উদয়ন অবশ্য দাবি করেন, সব পরিকল্পিতভাবে করা হচ্ছে। দিনহাটার ভেটাগুড়ির রুইযেরকুঠি উত্তরপাড়া এলাকায় ভোট কেন্দ্রের কিছুটা কাছেই মন্ত্রী উদয়ন গুহকে ঘিরে বিক্ষোভ।

বচসায় জগদীশ

বিজেপি কর্মীর সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়লেন কোচবিহার লোকসভা আসনের প্রার্থী জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়া। এদিন তিনি সিতাইয়ের ১৬৮ নম্বর বুথ পরিদর্শনে যান। সেই সময় ভোটার লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা এক বিজেপি কর্মী তাঁকে বুথে ঢুকতে বাঁধা দেন। তা নিয়ে দু'জনের মধ্যে বচসা শুরু হয়। পরে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা পরিস্থিতি সামাল দেন।

ছাপ্পা ভোট দেওয়ার অভিযোগ

শীতলকুচির ২৪২ নম্বর বুথে তৃণমূলের বিরুদ্ধে ছাপ্পা ভোট দেওয়ার অভিযোগ তুললেন বিজেপি বিধায়ক বরেন বর্মণ। এদিন সন্ধ্যে নাগাদ বরেন ওই বুথে পৌঁছালে তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা। পাল্টা বিজেপি কর্মীরা জড়ো হয়ে যায়। পরিস্থিতি সামাল দেয় কেন্দ্রীয় বাহিনী। পরে বরেন সেখান থেকে চলে যায়। তৃণমূল অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

মারধর বিজেপি কর্মীকে

শীতলকুচির গোসাইহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের বড় ধাপেরচত্রা এলাকায় এক বিজেপি কর্মীকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে। জখম ওই বিজেপি কর্মী সুরেন্দ্র বর্মণকে মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। অভিযোগ এদিন তিনি বড় ধাপেরচত্রায় এলাকায় তিনি ২০১ নং বুথে ভোট দিতে যাচ্ছিলেন সেই সময় তৃণমূল কর্মীরা তাকে বাঁশ দিয়ে মারধর করে। যদিও তৃণমূল এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। এছাড়াও শীতলকুচির ২৬০,২৬১,২৬২ নম্বর বুথে বিজেপির কর্মীদের ভোটারদের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। মাথাভাঙ্গা নয়ারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের গেন্দুগুড়ি এলাকায় ৫৩ নম্বর বুথে তৃণমূলের এজেন্টকে বের করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। তৃণমূলের ক্যাম্প অফিস ভেঙে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

ভোটকর্মীদের তালাবন্দি করে রাখার অভিযোগ

মাথাভাঙ্গা বিডিও অফিসে ভোটের রিজার্ভ কর্মীদের তালা বন্ধ করে রাখার অভিযোগ উঠেছে। প্রায় তিন ঘন্টা পর ওই তালা খুলে দেওয়া হয়। তা নিয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েন রিজার্ভ কর্মীরা। তাঁদের অভিযোগ, ভোট কর্মীদের বিডিও অফিস চত্বরে একটি ঘরে রাখা হয়। পরে ওই ঘর তালা বন্ধ করে রাখা হয়। পরে তারা তা নিয়ে বিক্ষোভ শুরু হলে তালা খুলে দেওয়া হয়। মাথাভাঙ্গা বিডিও শুভজিৎ মন্ডল বলেন, "ওই ভোট কর্মীরা বাইরে ঘোরাঘুরি করছিল সেই সময় এক কর্মচারী বুঝতে না পেরে তালা মেরে দিয়েছে। পরে ঘরের তালা খুলে দেওয়া হয়।"

ভোট শেষ হতেই বোমাবাজি শুরু

ভোট শেষ হতে না হতে বোমা বাজির অভিযোগ উঠেছে বিজেপির বিরুদ্ধে। শুক্রবার শীতলকুচি হাই স্কুলের থেকে ভোটগ্রহণ পর্ব শেষ হয় নির্দিষ্ট সময়েই। সেখান থেকে ইভিএম মেশিন নিয়ে। যাওয়ার সময় বোমা বাজি করা হয়। তা নিয়ে এলাকায় উত্তেজনা তৈরি হয়। সেখান থেকে একটি তাজা বোমা উদ্ধার করে পুলিশ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বিশাল পুলিশ বাহিনী। তৃণমূলের কর্মীরা সেখানে গেলে পুলিশ তৃণমূল কর্মীদের উপর লাঠিচার্জ শুরু করে বলে অভিযোগ। এই লাঠিচার্জের ফলে বেশ কয়েকজন জখম হয়েছে। লাঠিচার্জের প্রতিবাদে শীতলকুচি থানার সামনে তৃণমূলের কর্মীরা অবস্থানে বসেন। তৃণমূলের শীতলকুচি ব্লক সভাপতি তপন কুমার গুহর অভিযোগ, এদিন শীতলকুচি নাককাটি এলাকায় ভোট কর্মীরা যখন ইভিএম নিয়ে ফিরছিলেন সেই সময় বিজেপির দুষ্কৃতীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে বোমাবাজি করে। এরপর তৃণমূল কর্মীরা সেখানে গেলে পুলিশ তৃণমূল কর্মীদের উপরে লাঠিচার্জ করে। এতে বেশ কয়েকজন তৃণমূল কর্মী জখম হয়েছেন। বিজেপির বিধায়ক বরেনচন্দ্র বর্মণ দাবি করেন, তাদের কর্মীরা বোমাবাজি করেনি। তৃণমূল কর্মীরাই ওই বোমাবাজি করেছে এবং তাদের নামে মিথ্যা অভিযোগ করছেন।

ভোট শেষে বিজয় মিছিল

নির্বাচন শেষ হতে না হতেই কোচবিহারে বিজয় মিছিল করল কোচবিহার তৃণমূল। শুক্রবার রাত ৮ টা নাগাদ কোচবিহার দাস ব্রাদার্স মোড় থেকে মিছিল বের হয়। শহরের একাধিক রাস্তা পরিক্রমা করে। তৃণমূলের দাবি, এবারে তারা জয়ী হবে। পাল্টা বিজেপিও তাদের জেলা পার্টি অফিসের সামনে মিষ্টি বিলি করে। বিজেপিরও দাবি, এবারে ভোটে জয়ী হবে তারা।

খেলার খবর

ক্যান্ডিডেটস দাবায় চ্যাম্পিয়ন হলেন ভারতীয় গুকেশ

নিজস্ব সংবাদদাতা: বিশ্ব চ্যাম্পিয়নকে চ্যালেঞ্জ জানানোর যোগ্যতা অর্জন করলেন ১৭ বছরের গুকেশ ডোম্মারাজু। বিশ্বের কনিষ্ঠতম হিসাবে তিনি এই কৃতিত্ব অর্জন করলেন। কানাডার টরন্টোয় ক্যান্ডিডেটস দাবা প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই কৃতিত্ব অর্জন করলেন গুকেশ। ১৪ রাউন্ডের প্রতিযোগিতার পর গুকেশ ভারতীয় সময় সোমবার ভোরে চ্যাম্পিয়ন হন। তিনি বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ডিং লিরেনকে এই বছর বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে চ্যালেঞ্জ জানাবেন।

শেষ রাউন্ডে গুকেশ কালো ঘুঁটি নিয়ে ড্র করেন আমেরিকার গ্র্যান্ডমাস্টার হিকারু নাকামুরার সঙ্গে। ফ্যাবিয়ানো করুয়ানা এবং ইয়ান নেপমনিয়াচির ম্যাচ ড্র হওয়ার ফলে গুকেশের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য ড্র-ই দরকার ছিল। গুকেশ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরেই টরন্টোর গ্রেট হলে সবাই অভিনন্দন জানান তাঁকে। শনিবার ভারতীয় তারকা ফ্রান্সের আলিরেজা ফিরউজা-কে হারিয়ে দিয়েছিলেন। যা নিয়ে কিংবদন্তি দাবাড়ু বিশ্বনাথন আনন্দ বলেছেন, ''এই ১৭ বছরের ছেলেটা যে কী করতে পারে, তা কেউ কল্পনাও করতে পারবেন না। শেষ রাউন্ডের ফল যা-ই হোক না কেন, গুকেশ যা করবে সেটাই ভারতীয় দাবার ইতিহাসে নতুন অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।'' কনিষ্ঠতম হিসাবে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হবেন গুকেশ যদি চিনের লিরেনকে হারাতে পারেন। এই রেকর্ড রয়েছে ম্যাগনাস কার্লসেন এবং গ্যারি কাসপরভের। বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়েছিল দু'জনেই ২২ বছর বয়সে। বিশ্বনাথন আনন্দের পর গুকেশ দ্বিতীয় ভারতীয় হিসাবে ক্যান্ডিডেটস দাবায় চ্যাম্পিয়ন হলেন। আনন্দের অ্যাকাডেমিরই ছাত্র তিনি। গুকেশ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর বলেন, "ভাল লাগছে, স্বস্তি লাগছে। করুয়ানা আর নেপমনিয়াচির খেলা দেখছিলাম। তার পর আমার সেকেন্ড গ্রেগর গাজেভস্কির সঙ্গে একটু হাঁটতে বেরিয়েছিলাম। সেটা দারুণ সাহায্য করেছে।" গুকেশ ক্যান্ডিডেটস দাবায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুবাদে পুরস্কারমূল্য পেয়েছেন ৮৮,৫০০ ইউরো (প্রায় ৭৮.৫০ লক্ষ টাকা)।

স্টার্ককে নিয়ে বাড়ছে জল্পনা, কি ভাবছে কেকেআর?

নিজস্ব সংবাদদাতা: পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে নামার আগে মিচেল স্টার্ককে নিয়ে বাড়ছে জল্পনা। আইপিএলের সবচেয়ে দামি ক্রিকেটার আরসিবি ম্যাচের শেষ ওভারে দলকে প্রায় ডুবিয়ে দিচ্ছিলেন। প্রতি ম্যাচেই দিচ্ছেন একাধিক রান। লখনউ সুপার জায়ান্টসের বিরুদ্ধে তেমন সাফল্য নেই কেবল ৩ উইকেট ছাড়া। অন্য একটি ম্যাচে দু'উইকেট নিলেও প্রচুর রান দেন। কয়েকদিন আগে সাংবাদিক সম্মেলনে গৌতম গম্ভীর স্টার্কের পাশে দাঁড়ালেও কেকেআরের অন্দরমহলে অস্ট্রেলিয়ান তারকাকে নিয়ে বাড়ছে উদ্বেগ। তবে ফর্মের পাশাপাশি স্টার্কের চোট নিয়েও উঠছে কথা।

বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে জেতার পরের দিন ক্রিকেটারদের বিশ্রাম দেওয়া হয়েছিল। পাঞ্জাব ম্যাচের প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায় বুধবার থেকে। কিন্তু স্টার্ককে অনুশীলনে বল করতে দেখা যায়নি। বাঁ হাতের আঙুলে চোট আছে অজি পেসারের। তাই ম্যাচের ৪৮ ঘণ্টা আগে কোনও ঝুঁকি নিতে চায়নি টিম ম্যানেজমেন্ট। বুধবার গা ঘামানোর পরে স্টার্ককে কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলতে দেখা যায়। নাইট ম্যানেজমেন্ট তাঁর বিকল্প তৈরি রাখতে চাইছে।

পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে দুষ্মন্ত চামিরাকে প্রথম একাদশে দেখা গেলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। তবে এখনই কিছু বলা যাচ্ছে না নিশ্চিতভাবে। বৃহস্পতিবার প্রাক ম্যাচ চূড়ান্ত প্রস্তুতিতে পরিস্থিতি দেখার পরই বোঝা যাবে। এদিন নেটে স্টার্ক বল করে কিনা সেদিকে সবার নজর থাকবে। তবে ফর্মের ধারেকাছে না থাকা অজি তারকা শেষপর্যন্ত না খেলতে পারল সেটা নাইটদের জন্য শাপে বর হতে পারে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কতৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত। ● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96